কৃষিপ্রণালী

চতুর্থ খণ্ড।

চিপেষ্ট দমদম্ নর্শরি হইতে

শ্রীভুবনচন্দ্র কর দ্বারা

প্রণীত ও প্রকাশিত।



কলিকাতা:

গোপীকৃষ্ণ পালেব লেন নং ১৫:

…ন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীবাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রাবণ—১৩০০ সাল।

…ত খণ্ডের নগর মূল্য।০ আনা। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রাপ্তব্য।

জানুয়ারি মাহা (অর্দ্ধ পৌষ হইতে) দেশী শাকশবজি যথা,—চৈত্র ঝিঙ্গা, শশা, ফুটী, কাঁকুড়, লক্ষ্ণৌ খরমুজ, বীরভূমের খেঁড় ও কাঁকুড়ি, চ্যাঁড়স, লাউ, কুমড়া, কুলিবেগুন, নানাজাতী তরমুজ, চাঁপানটে, গন্ধাটে কন্‌কানটে ইত্যাদি ২০।২৫ রকমের ১ পেকেট, এই সকল বীজের ফশল চৈত্র পর্য্যন্ত হয়।

এপ্রেল মাহা (অর্দ্ধ চৈত্র হইতে) দেশী শাকশবজি যথা,—পালাঝিঙ্গা, শশা, কুমড়া, লাউ, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল, করলা, চ্যাঁড়স, শাঁখ-আলু, বরবটি, নানাজাতীয় চিক্‌রি, সীম, বড় বেগুন ও পুঁই, চাঁপানটে, পদ্মনটে, কাঁচড়াদাম, মিষ্ট পাঠ, ডেঙ্গ ইত্যাদি ২০।২৫ রকমের ১ পেকেট ; এই সকল বীজের ফশল বর্ষাকাল পর্য্যন্ত পাওয়া যায় ও বাগান সাজান সুন্দর সুন্দর ও মনোহর নানা বর্ণের ফুলের বীজ যথা,—ডবল জিনিয়া, বালসম্, সানফ্লায়ার, কেলি এষ্টস, গিলার্ডিয়া, গমফ্রিনা, সিলোসিয়া ইত্যাদি ১৫ রকমের ১ পেকেট।

জুলাই মাহা (অর্দ্ধ শ্রাবণ হইতে) বিলাতী শাকশবজি, যথা, নানা রকম বাঁধাকফি, ফুলকফি, ওলকফি, গাজর, বীট, মুলা, পিঁজ, সালগম্, সিলারি, ছালাদ, ফুটি, কাঁকুড়, তরমুজ, কিউকম্বর, বিন, টমেটো, করন, স্কোয়াস, লঙ্কা, লিক ও পিয়াজ ইত্যাদি এই সকল বীজ টিন প্যাকেট সমেত দেওয়া হয়।

২০ রকমের মনোহর ও রমণীয় নানা বর্ণের ডবল মর্শমী ফুলের বীজ যথা, এষ্টাব, হাট্‌সইজ, ভরবিনা, ডালিয়া, পিঙ্ক, পটুলেকো, পিটুনিয়া, পপি, লাক্‌স্পর, এণ্টারহিনাম ইত্যাদি ১ পেকেট।

অক্টোবর মাহা (অর্দ্ধ আশ্বিন হইতে) দেশী শাকশবজি যথা, মিষ্ট ও টকপালন্, পিড়িং, সুম্ন, মেতি, কনকা, মিষ্ট বেতুয়া ও পাট শাক ও লালশাক, কুমড়া, নানাজাতী মূলা, মটর, উচ্ছে ইত্যাদি ২০ রকম ১ প্যাকেট।

উপরি-উক্ত বীজ সকল তাজা ও পরীক্ষিত। যদি কোন কারণ বশতঃ কোন বীজ অঙ্কুরিত না হয়, সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র বিনা মূল্যে পুনর্ব্বার সেই জাতীয় বীজ দিয়া থাকি।

শ্রীভুবনচন্দ্র কর।
প্রোপ্রাইটার।
চিপেষ্ট দমদম নর্শরি।

কৃষিপ্রণালী।

চতুর্থ খণ্ড।

চিপেষ্ট দম্‌দম্‌ নর্শরি হইতে

শ্রীভুবনচন্দ্র কর দ্বারা

প্রণীত ও প্রকাশিত।



কলিকাতা:

গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫:

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রাবণ—১৩০০ সাল।



গুরু ।　　　　　　শিষ্য ।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের ইচ্ছায়, ক্রমে কৃষি-প্রণালীর চতুর্থ খণ্ড প্রচার হইল। দিন দিন গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায়, আমরা বিশেষ উৎসাহিত হইয়া, যাহাতে স্বল্পকাল মধ্যে দ্বাদশ খণ্ড পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে প্রচার হয়, তদ্বিষয়ে যার পর নাই চেষ্টা করিতেছি। পঞ্চম খণ্ড যন্ত্রস্থ; ভরসা করি, ৺ঈশ্বরী শারদীয়া মহাপূজার পূর্ব্বেই সহৃদয় গ্রাহক মণ্ডলীর করকমলে অর্পণ করিতে পারিব। চতুর্থ খণ্ডে দেশীয় অনেক প্রকার কৃষিপ্রণালী যেরূপ বর্ণিত হইল, পঞ্চম খণ্ডেও তদ্রূপ দেশীয় অনেক প্রকার কৃষিপ্রণালী বর্ণিত হইবে। অনেক কৃতবিদ্য কৃষিবিদ্যা-বিশারদ মহাত্মগণ এই কৃষিপ্রণালী প্রচার জন্য কায়িক পরিশ্রম ও অন্যান্য প্রকার সাহায্য করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। অতএব সাধারণের নিকট সবিনয়ে নিবেদন এই, যাঁহারা চতুর্থ খণ্ড পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা পঞ্চম হইতে দ্বাদশ খণ্ডের মূল্য ১৸৴০ আনা প্রদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন।

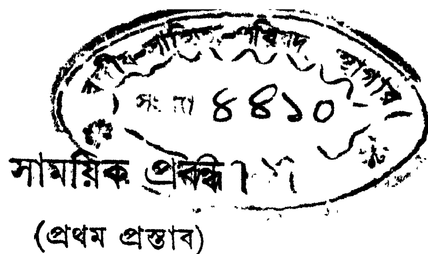
৭ই শ্রাবণ। }
১৩০০। }

শ্রীভুবনচন্দ্র কর।
প্রকাশক।

সূচীপত্র।







সাময়িক প্রবন্ধ।

(প্রথম প্রস্তাব)

ভারতবর্ষ দেবমাতৃক দেশ, তাই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা। কোন দেশ কোন এক উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য অহঙ্কার করিতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের উৎপন্ন দ্রব্যের লেখাজোখা নাই বলিলেই হয়। অভিধান যেমন শব্দ-সমুদ্র, ভারতবর্ষ তেমনি প্রকৃতি-ভাণ্ডার। এ ভাণ্ডারে যাহা নাই, তাহা অন্যত্রে দুর্লভ। কেবল প্রকৃতির ক্ষেত্র বলিয়া নহে—কি শিল্প, কি বাণিজ্য, কে বলিতে পারে ভারত কোন বিষয় উন্নত নহে ? আজি উন্নতির পর অবনতির অবস্থা—ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া উপস্থিত, তাই আমরা দরিদ্র, এত রত্নের দেশে থাকিয়াও নিরভরণ! কেন, তাহা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। অপরিমিত বিষাদ, আজি বিষাদরাশির মধ্যে একটু আহ্লাদের শান্তি-চ্ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়—লোকে আপনার অভাব বুঝিয়াছে। বুঝিয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতির এই বিশাল শ্যামলক্ষেত্র অযত্নে শ্রীহীন হইয়া যাইতেছে—ভাণ্ডার পূর্ণ থাকিতেও প্রকৃতির সন্তান আহারাভাবে উপবাসী! আরও এক আহ্লাদের বিষয় আছে, পূর্ব্বে (বহু-পূর্ব্বে নহে) লোক বুঝিত কৃষিকার্য্য নিতান্ত ঘৃণিত জাতিরই এই ব্যবসা। (তাই "চাষা" অদ্যাপি ঘৃণিত উপাধি মনে করি।) লোকে এখন বুঝিয়াছে কৃষিকার্য্য ঘৃণিত নহে, জীব জগতের ইহা নিত্য প্রয়োজনীয়। ইহাতে দর্শন বিজ্ঞান আছে, ইহাতে কাম, অর্থ আছে, মনুষ্যের যাহা প্রয়োজনীয় তাহা আছে।

আরও আজি শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃষিকার্য্য করিতে লজ্জিত নহেন, ইহা হইতে আনন্দের সমাচার আর কি আছে ?

কৃষি বিষয়ে যেমন সাধারণের মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছে, কার্য্যক্ষেত্রে তেমন অনুষ্ঠান বড় বেশী দেখা যায় না। শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃষিকার্য্য করিতে লজ্জিত নহেন বটে, কিন্তু স্বহস্তে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে কেহ উদ্যোগী এরূপ দেখা যায় না, এমন দিন এখনও সুদূর পরাহত। তবে কৃষি ব্যবসায়ীদিগকে নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে যত্ন পূর্ব্বক উপদেশ দেওয়া এবং এতৎ সম্বন্ধে সহজ ও পরীক্ষিত উপায় পুস্তক দ্বারা বা মৌখিক উপদেশ দ্বারা প্রচার এবং সর্ব্বস্থানের "সামান্য লেখা পড়া জানা" কৃষক দিগকে উৎসাহ দিলে সমধিক উপকার হইতে পারে। কৃষকগণ আপনা হইতে যে নূতন পন্থা অবলম্বন করিবে বিশ্বাস হয় না। ভূস্বামিগণ আপন আপন ক্ষেত্রে অথবা প্রজাগণ মধ্যে কার্য্য পরীক্ষান্তে সাধারণকে তাহার ফলাফল জ্ঞাপন এবং অনুষ্ঠানের সহজ উপায় প্রচার করেন, তাহা হইতে সহজ উপায় আর কি হইতে পারে ? আমরা সুশিক্ষিত সম্প্রদায়কে অনুরোধ করি, তাঁহারা এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

আমরা কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে সহজ উপায় এবং পরীক্ষান্তে তাহার ফলাফল প্রভৃতি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ভরসা করি তাহার সূচনা স্বরূপ এতগুলি কথা পাঠকগণের বিরক্তির কারণ হইবে না।

সাধারণতঃ জল, বায়ু ও উত্তাপই উদ্ভিজ্জদিগকে জীবিত রাখে। তদ্ব্যতীত অম্লজান, যবক্ষারজান, অঙ্গারিকাম্ল, জলজান প্রভৃতি কতকগুলি বায়বীয় পদার্থ এবং পটাস, ম্যাগনেসীয়া, ফস-

ক্ষারস, চূণ প্রভৃতি কতকগুলি পার্থিব পদার্থ উদ্ভিজ্জশরীর পোষণার্থ প্রয়োজনীয়। উদ্ভিজ্জগণ বায়বীয় পদার্থগুলি আপনা হইতেই বায়ুমণ্ডল হইতে গ্রহণ করে। পার্থিব পদার্থগুলি বৃক্ষাদির অবস্থা ও ভূমি ভেদে প্রদান করিতে হয়। আমরা "সার" বলিয়া যাহা ভূমির উর্ব্বরতা সাধনার্থ প্রদান করি, ঐ পার্থিব পদার্থগুলি উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। কোন্ উদ্ভিজ্জে কোন্ প্রকার "সার" ব্যবহার করিতে হয়, ইউরোপীয়গণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহা স্থির করিয়া থাকেন। আমাদিগের দেশে সেরূপ প্রণালী প্রচলিত নাই। বহুকাল পূর্ব্বে যে প্রণালী প্রচলিত ছিল, এক্ষণে তাহাই চলিতেছে। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, অভ্যাসজাত গুণেই আমাদিগের দেশের কৃষকগণ কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। এই রূপ কারণেই যে প্রকৃত বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই চির-প্রচলিত নিয়মের যাহা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার পুনঃ সংশোধন নিতান্তই প্রয়োজন।

হিন্দুগণ চিরকালই প্রকৃতির উপাসক। সমস্তই তাঁহারা প্রকৃতি হইতে শিক্ষা করিতেন এবং তদ্দ্বারা সর্ব্ববিধ কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতেন। আমাদিগের দেশে "উদ্ভিজ্জ-সার" যে সমধিক প্রচলিত, তাহা ইহা দ্বারাই সহজে অনুমান করা যায়। বাস্তবিক উদ্ভিজ্জগণের পোষণোপযোগী প্রায় সমস্ত পদার্থই উদ্ভিজ্জ শরীরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বহুদিনের পতিত ভূমি, বা যে সমস্ত স্থান জঙ্গলে পূর্ণ ছিল ঐ সমস্ত স্থান 'আবাদ' হইলে, তাহাতে যাহা জন্মে, তাহা অতিশয় তেজস্কর হয়। আরও দেখিতে পাওয়া যায়, যে সমস্ত নিম্ন প্রদেশ বর্ষার প্লাবনে ডুবিয়া

যায় ঐ সমস্ত স্থান সমধিক উর্ব্বরতা লাভ করে। তাহার কারণ নানাবিধ তৃণলতা উদ্ভিজ্জাদি ও জলজ উদ্ভিদ পচিয়া সেই সমস্ত স্থানকে অনায়াসে কৃষিকার্য্যোপযোগী করিয়া তুলে। যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের কৃষকগণ যেরূপে কৃষিকার্য্য করে, পশ্চিম বঙ্গে সেইরূপ কৃষিকার্য্য দ্বারা কোনই ফল লাভ হয় না। পূর্ব্ব বঙ্গের কৃষকগণ যেরূপ অলস তাহাতে ভগবান যদি ভূমিতে ঐ রূপ স্বাভাবিক উর্ব্বরতা গুণ না দিতেন তাহা হইলে তাহাদিগের যে কি উপায় হইত, তাহা বিধাতাই জানেন।

আমরা আগামীতে ভূমিতে "সার" দেওয়া, মৃত্তিকা নির্ব্বাচন উদ্ভিজ্জ ভেদে সার দেওয়ার প্রচলিত এবং পরীক্ষিত নূতন প্রণালী প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনা করিব, ইচ্ছা রহিল। বক্তব্য প্রস্তাবের সূচনা এই রূপেই সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি পাঠকগণের নিকট বিরক্তির কারণ হইবে না।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য—

কৃষিপ্রণালী।

চতুর্থ খণ্ড।

দেখিতে দেখিতে বৈশাখ মাস গত হইয়া গেল। জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাতা অর্চ্চনার দিন অতিবাহিত করিয়া, গুরুদেব বাটী হইতে রওয়ানা হইলেন। তৎপরে ২।৪ দিনের মধ্যে শিষ্যের বাটীতে আসিয়া পৌছিলেন। শিষ্য অতি নম্র ভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, দেব! শ্রীপাটের সমস্ত মঙ্গল ত? কন্যাটীর শুভ বিবাহ হইবার যে কথা ছিল, তাহার কি হইয়াছে? শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী ভালরূপ সুস্থ হইয়াছেন ত?

গুরু। আপাততঃ বাটীর সমস্তই মঙ্গল; কন্যাটীর বিবাহ হইবার যে কথা ছিল, তাহা এক্ষণে ঘটিয়া উঠে নাই, কারণ, উপস্থিত পাত্রটী দেখিতে তত ভাল নহে, এবং দেনা পাওনায় বিশেষ সুবিধা হইল না। যাহা হউক, অকাল গত হইয়া গেলে, আষাঢ় মাসে শুভকালে বিবাহ দিলে সকল কার্য্যই সুবিধা হইতে পারিবে। এক্ষণে তোমরা ভাল আছ ত?

শিষ্য। আপনার আশীর্ব্বাদে আমরা শারীরিক সুস্থ থাকিয়া নিরাপদে কালযাপন করিতেছি। আপনি হস্তপদ প্রক্ষালন করুন, ক্রমশঃ বেলা হইতেছে, সন্ধ্যা ও পূজার আয়োজন করাইয়া দিতেছি।

গুরু। তাই ত! বেলাটাও হইয়াছে বটে। তবে যাও, বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, প্রণাম।

গুরু। চিরজীবী হও।

তৎপরে পাকাদি কার্য্য সমস্ত সম্পন্ন হইয়া গেল। পরদিন শিষ্যকে গুরুদেব বলিলেন, এক্ষণে বাগানের অবস্থা কিরূপ? এই সম্মুখ বর্ষার সময় যে সকল গাছ রোপণ করিতে হইবে, তাহার কিছু আয়োজন করিয়াছ কি?

শিষ্য। না প্রভো, কিছুই আয়োজন করা হয় নাই; কারণ, আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আপনি বাটী হইতে ফিরিয়া আসিলে, আপনার মতানুযায়ী আবশ্যকীয় গাছ সকলের এক খানি ফর্দ্দ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নর্শরি হইতে আনাইব, এক্ষণে আপনি উপস্থিত হইয়াছেন, সমস্ত দেখিয়া অনুমতি করুন, কল্যই ফর্দ্দ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিব। আর, রোপিত আম্রগাছগুলির অবস্থা মন্দ নহে; প্রায় সমস্ত গাছই জমীর সহিত সংলগ্ন হইয়াছে বোধ হয়, ফল কথা একটীও মরে নাই। তবে ২।১টী যাহা খারাপ বোধ হইতেছে, তাহা অনুমান হয় এই বর্ষার মধ্যে সতেজিত হইবে।

গুরু। আচ্ছা, ভাল! ভাল! শুনিয়া আমি অতিশয় অহ্লাদিত হইলাম। যাহা হউক, কল্য আমি বাগানে গিয়া কোন্ কোন্ স্থানে, কোন্ রকমের গাছ কয়টী করিয়া বসাইলে ভাল হয়, তাহা ঠিক করিয়া দিব।

শিষ্য। যে আজ্ঞা প্রভো।

তৎপর দিন গুরুশিষ্য বাগানে গিয়া বাগানের অবস্থা পরিদর্শন পূর্ব্বক গাছ ও বীজাদির যথাসম্ভব দুইখানি ফর্দ্দ করিয়া লইয়া আসিলেন। এবং পূর্ব্বোক্ত নর্শরির সহিত যেরূপ বন্দ-

বস্তের কথা ছিল, সেই রূপ বন্দবস্তানুসারে ফর্দ্দসহ এক খানি পত্র ও কিছু টাকা আপাততঃ পাঠাইয়া দিলেন!

প্রথম অধ্যায়।

বৃক্ষাদির পাইট করিবার প্রণালী।

তৎপরে, শিষ্য, গুরুদেবকে বলিলেন, মহাত্মন্! পরম করুণাময় সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলাস্পদ জগদীশ্বর আমাদিকে নিয়তই সুখে রাখিতেছেন, তাঁহার কৃপায় ইহ জগতে আমাদের কিছুরই অভাব নাই; যখন যাহা প্রার্থনা করি, তখনই তাহা সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান দেখিতে পাই; এই যে আমরা বাগান করিয়া নানা প্রকার গাছ রোপণ করিতেছি, ইহাতে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি না থাকিলে কখনই আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। শীতের সময় শীত, গ্রীষ্মের সময় গ্রীষ্ম, বর্ষার সময় বর্ষা ইত্যাদি ষড়ঋতু তাঁহার কৃপায় পরস্পর প্রচলিত হইতেছে; তন্মধ্যে বর্ষা ঋতুই প্রধান ঋতু; এই ঋতুতে নানা প্রকার বৃক্ষাদি রোপণ করিতে যেমন সুবিধা হয়, অন্য সময় রোপণ করিতে তত সুবিধা হয় না। কারণ, জলই উদ্ভিজ্জাদির একমাত্র জীবন স্বরূপ; সেই জল দৈব কর্ত্তৃক পৃথিবীতে পতিত না হইলে, জলাভাবে সমস্ত উদ্ভিজ্জাদি বিনষ্ট হইতে পারে। অতএব এই বর্ষার সময় কোন্ কোন্ গাছ রোপণ করা বিধি; এবং তাহাদের পাইটবা কি প্রণালীতে করিতে হয়, তাহা বর্ণনা করিয়া আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

গুরু। এই বর্ষার সময় অনেক রকম গাছ রোপণ করা যায়, কিন্তু মাটী সর্ব্বক্ষণ আর্দ্র থাকা প্রযুক্ত গাছ সকল রোপণ করিয়া মূলদেশে অধিক পরিমাণে জল ব্যবহার করিতে হয় না। তবে, স্থান-বিশেষে অর্থাৎ জমী উচ্চ নিম্ন বিবেচনায় জল ব্যবহার করিলে ভাল হইতে পারে। যে জমী সামান্য নীচু অর্থাৎ একটু নাবাল বোধ হইবে, শ্রাবণ ভাদ্র মাসে সেই স্থানস্থ গাছের গোড়ায় মাটী ভরাট এবং সামান্য ঢালু করিয়া চাপিয়া দেওয়া উচিত, কারণ, ঐ সকল গাছের গোড়ায় নিয়তই জল বসিলে, ভবিষ্যতে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

শিষ্য। বর্ষাকালে যে সকল গাছ রোপণ করা হইবে, সেই সকল গাছের পক্ষে ঐ রূপ নিয়ম অবলম্বন করিলে ভাল হয়, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু যে সকল গাছ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে রোপণ করা হইয়াছে, সেই সকল গাছের পাইট এই বর্ষার সময় কিরূপ নিয়মে করা উচিত?

গুরু। যে সকল গাছ বর্ষার পূর্ব্বে রোপণ করা হইয়াছে, ঐ সকল গাছের পাইট এমন কিছু বেশী নহে; তবে পূর্ব্ব হইতে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত যে, বর্ষার সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় বেশী পরিমাণে জল না বসিতে পারে। আর বর্ষাকালে ঐ সকল গাছের গোড়ায় নানা প্রকার ঘাস জঙ্গল উৎপন্ন হইলে, তাহা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই নিড়াইয়া পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য; এবং মধ্যে মধ্যে বিশেষ পরিদর্শন করা উচিত যে, ঐ সকল গাছে কোনরূপ কীট বা পিপীলিকা ধরিয়া গাছগুলিকে নষ্ট করিয়া না ফেলে, কারণ, আম্র ও নিচু গাছের গোড়ায় বর্ষার সময় পিপীলিকার বাসস্থান হওয়া অসম্ভব নহে।

শিষ্য। ঐরূপ পিপীলিকা ও কীটের আঘাত দ্বারা গাছ সকল নিস্তেজিত হইলে, তাহার উপায় কি প্রভো?

গুরু। গাছের পক্ষে ঐ রূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে, কিছু ঘুঁটের ছাই গুঁড়া করিয়া গাছের মূলদেশে রাখিয়া দিবে, তাহাতে সমস্ত পিপীলিকা দূরীভূত হইয়া যাইবে। আর যদি এক রকম কালো কালো ছোট ছোট কীট (পোকা) আম্র গাছে ধরিয়া সমস্ত নূতন কচিপাতা কাটিয়া গাছকে নিস্তেজিত করিয়া ফেলে, তাহা হইলে (পূর্ব্ব উল্লেখিত) এক মোণ জলে এক ভরি হিং গুলিয়া ঐ জলে গাছগুলির সর্ব্বাঙ্গ রীতিমত ধৌত করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নর্শরি হইতে টবের গাছ আনাইবার মন্তব্য।

শিষ্য। প্রভো! একটী কথা নিবেদন করি এই যে, গাছের জন্য নর্শরিতে ফর্দ্দ পাঠান হইয়াছে, যদি শীঘ্র বৃষ্টি না হয়, তাহাতে গাছ সকল রোপণ করার পক্ষে সুবিধা হইবে কি?

গুরু। অর্ডার পাঠাইলেই যে গাছ সকল শীঘ্র আসিবে, তাহা নহে—অন্ততঃ ১০।১৫ দিন বিলম্ব হইবে, দেবচরিত্রের কথা বলা যায় না, ইতি মধ্যে কোন দিন বৃষ্টি হইলেও হইতে পারে। নিতান্ত যদি বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে, নর্শরির অধ্যক্ষগণ গাছ পাঠান বন্ধ রাখিয়া দিতে পারেন, কারণ, তাঁহারা পূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়া আছেন যে, "কোন গাছ মরিয়া গেলে, তাহার

পরিবর্ত্তে বিনা মূল্যে নূতন গাছ পাঠাইয়া দিব”। এই কথা বজায় রাখিতে হইলে, বৃষ্টির অবস্থা না বুঝিয়া কোন ক্রমেই তাঁহারা গাছ পাঠাইবেন না।

শিষ্য। তাঁহারা গাছ সকল পাঠাইবার সময় যদি বড় বড় গাছ না পাঠাইয়া ছোট ছোট গাছ পাঠাইয়া দেন, তাহার উপায় কি প্রভো? পত্রে কিন্তু একথাটী বিশেষ করিয়া লেখা হয় নাই।

গুরু। নাই বা লিখিয়াছ, তাহাতে বিশেষ কোন দোষ হয় নাই। বড় বড় গাছ মজুত থাকা সত্ত্বে ছোট ছোট গাছ কোন ক্রমেই তাঁহারা পাঠাইয়া দিবেন না।

শিষ্য। তাহার কারণ কি প্রভো?

গুরু। তাহার কারণ এই যে, বড় বড় গাছ শীঘ্র বিক্রয় না হইলে, তাহার জন্য বড়ই ভাবিত হইতে হয়, কিন্তু ছোট ছোট গাছ বিক্রয় জন্য তাদৃশ ভাবিত হইতে হয় না। ছোট ছোট গাছ বৎসরাবধি রাখিয়া যেমন বিক্রয় করিতে পারা যায়, তেমন বড় বড় গাছ রাখিয়া বিক্রয় করিতে হইলে, লাভাংশ পাওয়া দূরে থাকুক, আরও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

শিষ্য। কেন প্রভো, গ্রাহকেরা বড় বড় গাছ পাইলে ত বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারেন!

গুরু। গ্রাহকেরা সন্তুষ্ট হইলে কি হইবে বাপু! এ দিকে যে, বড় বড় গাছ তুলিয়া দূরদেশে পাঠাইলে, অধিকাংশ মরিয়া যাইবে। তাহার ক্ষতিপূরণ ত গ্রাহকেরা করিবেন না! এই কারণে গাছ-ব্যবসায়িগণ গাছ সকল সম্বৎসরের মধ্যে ২।৩ বার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নাড়িয়া বসাইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

শিষ্য। ঐ রূপে গাছ সকলকে নাড়িয়া বসাইলে, তাহাতে গাছের পক্ষে কি কোন উপকার হইয়া থাকে?

গুরু। হাঁ, (যথাসম্ভব) নাড়াচাড়া করিলে, গাছ সকলের সাভাবিক কষ্ট ভোগ করা অভ্যাস জন্মিয়া যায়, তাহাতে কোন সময়ে সমধিক কষ্ট পাইলেও অনেকানেক গাছ বাঁচিয়াও যাইতে পারে। এইরূপ বিবেচনায় গাছ সকলকে মধ্যে মধ্যে স্থানান্তরিত করা তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। বাস্তবিক যাঁহারা এইরূপ সুপ্রণালী অনুসারে গাছ রাখিয়া জোরের সহিত গ্রাহকগণের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকেন, অবশ্যই তাঁহারা গ্রাহকগণের নিকট প্রশংসিত হইবেন, তাহার আর কথা কি আছে? নতুবা যে সমস্ত গাছ ঐ রূপে কখন নাড়াচাড়া করা হয় নাই, তাহাদিগকে আবশ্যকমত হঠাৎ এককালীন তুলিয়া কোন স্থানে পাঠাইতে পারেন না, এবং ঐ রূপ আ-নাড়া গাছ পাঠাইলেও নিরাপদে পৌছে না, পথি মধ্যে প্রায় সমস্তই শুষ্ক হইয়া যায়।

শিষ্য। আ-নাড়া গাছ হঠাৎ তুলিয়া কোন স্থানে পাঠাইলে অধিকাংশ নষ্ট হয়, তাহার কারণ কি?

গুরু। ঐ সম্বন্ধে হঠাৎ তোমাকে বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া সুকঠিন, তবে সংক্ষেপে বলিতেছি, হৃদয়ঙ্গম কর। গাছ সকল যে স্থানে প্রথমতঃ রোপণ করা থাকে, সে স্থানে অবশ্য উহাদিগের মূল সিকড় মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তাহাতে যদি আবার ৫।৬ মাস কাল মধ্যে উহাদিকে একবারও উত্তোলন করা না হয়, মূল সকল মোটা হইয়া পড়ে; এ জন্য ঐ মোটা সিকড় কাটিয়া গাছ সকল উত্তোলন করিতে হয়, সুতরাং ঐ রূপ সাংঘাতিক আঘাত পাইলে, গাছ সকল শুষ্ক হইয়া নিশ্চয়ই

মরিয়া যায়। এই হেতু ২।৩ মাসের মধ্যেই গাছ সকলকে স্থানান্তরিত করা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তজ্জন্ত প্রসিদ্ধ ব্যবসায়িগণ প্রায়ই বহু মূল্যের গাছগুলি টবে বসাইয়া রাখেন।

শিষ্য। প্রভো! আমি কোন কোন নর্শরিতে দেখিয়া আসিয়াছি যে, অনেক গাছ চৌকাবন্দী ভাবে জমীতে রোপণ করা রহিয়াছে।

গুরু। যে সকল গাছ অল্প মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহাদিগকে জমীতে চৌকাবন্দী করিয়া রাখিতে হানি নাই। আর যে সকল গাছ বেশী মূল্যবান্ তাহাদিগকে টবে রাখিলে ভাল হয়। টবের গাছ দূরবর্ত্তী স্থানে পাঠাইলে, একটীও নষ্ট হয় না। টব হইতে নামাইয়া জমীতে যে ভাবেই রোপণ করা হউক না কেন, শীঘ্রই জমীতে সংলগ্ন হইয়া ক্রমশঃ শ্রীধারণ করে। হটাৎ জমি হইতে তোলা গাছ অপেক্ষা টবের গাছ যে সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

শিষ্য। প্রভো! গাছ সকল টবে বসাইয়া রাখিলে, বেশ শোভা হয় ত?

গুরু। শোভার জন্যই যে টবে গাছ রাখা হয়, তাহা নহে। টবে গাছ রাখা অধিক ব্যয়সাধ্য; সুতরাং অনেকেই পারিয়া উঠেন না। যাঁহারা অধিক লাভের প্রত্যাশা করেন না, এবং গ্রাহকগণ কি রূপে সন্তুষ্ট হইবেন, ইহাই যাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা, তাঁহারাই টবে গাছ বসাইয়া রাখেন।

শিষ্য। তবে টবের গাছ আনাইলে কি ভাল হয় না?

গুরু। হাঁ, তাহাই আনয়ন করা উচিত।

তৃতীয় অধ্যায়।

নারিকেল চারা রোপণ সম্বন্ধীয় কথা।

শিষ্য। নর্শরিতে পূর্ব্বে যে ফর্দ্দ পাঠান হইয়াছে, তাহার ভিতর নারিকেল চারা নাই, আপনি বলেন নাই, আমিও লিখি নাই—বাস্তবিক উহা যে বিশেষ আবশ্যকীয় গাছ তাহাও আমার স্মরণ হয় নাই।

গুরু। এ সকল কাজ ত কখন কর নাই বাপু! তাহা হইলে অবশ্যই স্মরণ হইত। যে কার্য্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বক্ষণ লিপ্ত থাকে তাহার উপস্থিত একটা স্মরণ শক্তি জন্মিয়া যায়। যাহা হউক, নারিকেল গাছ যে ফর্দ্দে লেখান হয় নাই, তাহার কারণ এই যে, বিষয়টা বড় গুরুতর, এবং উহার সম্বন্ধে কতকগুলি কারণও উপলব্ধি হইয়া থাকে।

শিষ্য। তাই বুঝি আপনি ফর্দ্দে লেখান নাই? তবে বিশেষ করিয়া বলুন, শীঘ্রই আনাইবার চেষ্টা করিব।

গুরু। প্রথমতঃ নারিকেল গাছ ২।৩ রকম দেখা উচিত। একরকম, রোপণ করিলে শীঘ্র গাছবৃদ্ধি হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ফল ধরিতে বেশী দিন বিলম্ব হইবে না,। তৃতীয়তঃ, খোল গুলি বড় বড় হইবে।

শিষ্য। তবে ঐ ভাবই লিখিয়া দিব।

গুরু। লিখিয়া দাও, কিন্তু নারিকেল-চারা যে, সমস্ত মনোমত ভাল পাইবে, তাহা বোধ হয় না। কারণ, সাধারণতঃ অনেকেরই জানা আছে যে, নারিকেল চারার মূলের নারিকেল (অর্থাৎ যেটী মাটীর ভিতর রোপণ করা হইবে সেইটী) আকারে বড় হইলে,

ফলও তদ্রূপ বড় হইয়া থাকে, এই রূপ সংস্কারে নারিকেল চারা খরিদ করিলে ভাল না হইয়া মন্দ হইয়া পড়ে।

শিষ্য। তবে কিরূপ নারিকেল চারা আনাইলে ভবিষ্যতে কোন অনিষ্ট ঘটিবে না, তদ্বিষয় বর্ণন করিয়া আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

গুরু। ভাল মন্দের বিষয় আর কি বলিব বাপু? কাঁকলী গাছের ফলের চারা হইলে ভাল হয়।

শিষ্য। কাঁকলী গাছ কাহাকে বলে ও কিরূপ প্রভো?

গুরু। কাঁকলী (অর্থাৎ বহুদিনের প্রাচীন [বুড়] গাছে যে, নারিকেল হয়), ঐ নারিকেলের চারা করিলে, তাহা অমর ও অল্প দিন মধ্যে ফলবান হয়; এবং ফলও অধিকন্তু জন্মিয়া থাকে ও ভিতরে খোলগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়।

শিষ্য। বহুদিনের প্রাচীন গাছের নারিকেলের চারা যে, তাহা কিরূপে চিনিতে পারা যায়?

গুরু। চিনিবার উপায় আছে। যে চারাগুলি ছোট অবস্থায় বেশ মোটা মোটা হইবে তাহাই ঐ প্রাচীন (বুড়) গাছের ফলের চারা, নিশ্চয় জানিবে।

শিষ্য। তবে. পত্রে ঐ কথাগুলি বিশেষ করিয়া লিখিয়া বেশ মোটা মোটা ও বড় সাইজের কতকগুলি চারা আনয়ন করা যাউক।

গুরু। লেখ, আর নাই লেখ, ফলকথা, সমস্ত এক ভাবের চারা কখনই পাইবে না। পত্রে লিখিয়া খুব বড় বড় নারিকেল চারা আনাইলে অধিকাংশ মরিয়া যাইবে। আমি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, বড় চারা সকল উত্তোলন করিবার সময়,

তাহাদের সিকড় অধিকন্তু কাটিয়া যায়, সুতরাং বেশী সিকড়-কাটা গাছ সকল অসময়ে পঞ্চত্ব পাইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি! আর ছোট ছোট চারা আনাইলে একটীও মরিবে না, এবং গাছ সকল শীঘ্র বৃদ্ধি হইয়া অচিরে ফুল ফল প্রসব করিবে। যাহা হউক, সকল কথা তোমার মনে নাও থাকিতে পারে। তজ্জন্য মেমো বহিতে স্মরণার্থে কথাগুলি টুকিয়া রাখ, পত্র লিখিবার সময় ভালরূপে লিখিয়া দিবে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, আপনি নর্শরি সম্বন্ধে যখন যে কোন আবশ্যকীয় কথা উল্লেখ করিবেন, (তখনই তাহা) আমি এই মেমো বুকে টুকিয়া রাখিব। কারণ, নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় বিস্মরণ হইবার সম্ভাবনা।

গুরু। হাঁ, ঐ সমস্ত কার্য্যপ্রণালী তোমার মনোমত করিয়া রাখিবে। তবে এই সময় আর একটী কথা বলি, টুকিয়া রাখ। ছোট ও মাঝারী ধরণের চারা বলিয়া লিখিয়া দিও। আর নারিকেল গুলি বড় হউক, আর নাই হউক, দেখিতে যেন বেশ গোলাকার হয়; এবং চারাগুলি মোটা মোটা, ও উর্দ্ধে ১ বা ১॥ হস্ত পরিমাণের অধিক উচ্চ হইবে না, এ কথাগুলিও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবে, তাহা হইলে নর্শরির কর্ম্মচারিগণ মনোযোগ পূর্ব্বক আদেশানুযায়ী অবশ্যই ভাল চারা বাছিয়া পাঠাইয়া দিবেন। এই সময় আর একটী কথা বলিয়া রাখি বাপু! নারিকেল চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বে কতকগুলি ধান্যের চিটা বা আগড়া জোগাড় করিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়।

শিষ্য। ধান্যের চিটা কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, এবং কোথায় পাওয়া যায়, তাহা আমি জানি না।

গুরু। নারিকেল চারা রোপণ করিয়া ঐ গর্ত্তের ভিতর প্রত্যেক চারার গোড়ায় (অর্থাৎ নারিকেলটীর চতুর্দ্দিকে) অর্দ্ধ সের কি তিন পোয়া আন্দাজ (এমত পরিমাণে যাহাতে নারিকেলটী ঢাকা পড়ে) ধান্যের চিটা দিয়া তাহার উপর মাটী চাপা দেওয়া বিধি। আর ধান্যের চিটা এ সময় বিশেষ চেষ্টা করিলে, কোন না কোন চাষার বাটীতে (আবশ্যক মত) ২।৪ চারি মোণ পাইতে পার। কিছু মজুরী খরচ করিয়া আনাইয়া কোন নিরাপদ স্থানে কিম্বা জালার ভিতর পুরিয়া রাখিতে হইবে।

শিষ্য। জালা যদি না পাওয়া যায়, বাহিরে কাঁড়ি করিয়া রাখিয়া দিলে ত চলিতে পারিবে?

গুরু। না বাপু, যেখানে সেখানে কাঁড়ি করিয়া রাখিলে, চলিবে না, কারণ, রৌদ্র, শিশির, জল ও বায়ু ধান্যের চিটায় লাগিলে, লবণাক্ত গুণ অনেকাংশে দূরীভূত হইয়া যাইবে।

শিষ্য। প্রভো! নারিকেল চারার গোড়ায় ধান্যের চিটা দিয়া রোপণ করিলে, তাহাতে যে সকল উপকার পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। উহাতে যে ২।৩টী উপকার পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রুত হও। প্রথমতঃ, মাটী-বিশেষে উইপোকা নারিকেলে ধরিয়া ছোবড়া ও সিকড় গুলি নষ্ট করিয়া ফেলে। ধান্যের চিটা ব্যবহারে সে দোষ ঘটে না। দ্বিতীয়তঃ, ধান্যের চিটা মাটীর ভিতর থাকিলে লবণাক্ত গুণ দূরীভূত হয় না। এ কারণ উহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, ধান্যের চিটা মাটীর ভিতরে

থাকিলে, মাটী ফাঁপ রাখে, তাহাতে নূতন সিকড় স্বচ্ছন্দে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সমস্ত উপকার প্রযুক্ত চারা সকল অবিলম্বে তেজস্কর হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে।

শিষ্য। কিন্তু নারিকেল চারার রোপণের পক্ষে সাধারণে বলিয়া থাকেন যে, "রোপণ করিবার সময় উহার গোড়ায় কিছু কিছু লবণ দিয়া রোপণ করিলে চারা সকল শীঘ্র বলবান হয়, এবং ফলও অধিকাংশ ধরে"।

গুরু। হাঁ, সাধারণের কথা মত লবণ দিয়া রোপণ করিলে ২।১টী উপকার হয় বটে, কিন্তু প্রথমতঃ লবণে যেরূপ ব্যয় করা হয়, ভবিষ্যতে ফলোৎপন্ন হইলে সেরূপ আশানুযায়ী ফল পাওয়া যায় না। নারিকেল গাছ লবণাক্ত দেশের গাছ বলিয়া রোপণ করিবার সময় উহার গোড়ায় লবণ দিয়া রোপণ করিতে হয়, এরূপ অনেকেই মনে করেন, কিন্তু আমরা তাহা প্রধান যুক্তি বলিয়া অনুমোদন করিতে পারি না। জল, বায়ু ও মৃত্তিকার গুণেই উপকারিতা প্রতীয়মান হইতে পারে। নচেৎ কেবল গোড়ায় লবণ দিয়া রোপণ করিলে কি হইবে? বাস্তবিক আমরা ভাল রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, লবণ ব্যব্যহারে ভবিষ্যতে কিছু ফল পাওয়া যায় না, আশু যাহা কিছু চারা অবস্থায় পাওয়া যায়।

শিষ্য। তবে এখন হইতে দিরূকে দিয়া কগুকগুলি ধান্যের চিটা আনাইয়া রাখিব না কি?

গুরু। হাঁ, আবশ্যকীয় কার্য্য যত তৎপর হয়, ততই ভাল।

শিষ্য। যে আজ্ঞা।

গুরু। এক্ষণে আর একটী কথা বলি এই যে, এই নূতন বাগানের পুষ্করিণী কাটা তোলা মাটীতে পেপের আবাদ করিতে পারিলে, ২।৩ বৎসর বেশ লাভ হইতে পারে।

শিষ্য। পেপের আবাদ কোন্ সময়ে কি প্রণালীতে করিতে হয়, তাহা আমি কিছুই অবগত নহি।

গুরু। কেন, পেপের আবাদের বিষয় পূর্ব্বে বার মাসের তালিকায় উল্লেখ করিয়াছি, তাহা বিস্মরণ হইয়াছ না কি? বিশেষ চেষ্টা করিলে অনেক বিষয়ই শিক্ষা লাভ করিতে পার, ইহাতেও চেষ্টিত হও, অবশ্যই শিখিতে পারিবে।

শিষ্য। কেবল আমার চেষ্টায় কিছুই ফল হইবে না প্রভো! আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত কোন কার্য্যেই সুশিক্ষা লাভ করিতে পারিব না।

গুরু। চারা সম্বন্ধীয় কথা যাহা যাহা উল্লেখ করিলাম, বোধ হয় অনেকই তোমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এক্ষণে পেপের আবাদের কথা ব্যক্ত করি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

শিষ। আপনি যাহা ব্যবস্থা করিলেন, তাহা আমার মঙ্গলার্থ। অবএব মনস্থ বিষয় অবশ্যই প্রকাশ করিতে পারেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

পেপের বীজ রক্ষা ও অবাদ প্রণালী।

(PREPARATION, DESCRIPTION AND CULTIVATION OF PAPPYA SEEDS.)

গুরু। আমাদের দেশে বোম্বাই ও গোলা এই দুই জাতি পেপে জন্মিয়া থাকে। এবং একটী পেপের বীজে চারা করিলে, উহাতে ৪।৫ রকম পেপে জন্মে।

শিষ্য। সে কি প্রভো! এ কথাত কখন শুনি নাই!

গুরু। ঈশ্বরই জানেন, বড়ই আশ্চর্য্য বাপু!

শিষ্য। উক্ত বিষয়ের কারণ আপনি কি কিছু অবগত নহেন?

গুরু। হাঁ, আমি যে পর্য্যন্ত অবগত আছি অবশ্যই বলিব বই কি। পেপের ভিতরে বোটার দিকে যে সকল বীজ থাকে, ঐ বীজে চারা হইলে, তাহার ফল লম্বাকৃতি হয়। আর মধ্যাংশের বীজে যে চারা উৎপন্ন হয়, তাহার ফল ঈষৎ লম্বাকৃতি নীচে উপর সমান গোলাকার হয়। আর নীচের দিকে যে সকল বীজ থাকে, ঐ বীজে চারা করিলে, তাহার ফল সম্পূর্ণ গোলাকার এবং পরিমাণে বড় অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। এই জন্য উহার নাম "গোলা পেপে" হইয়াছে।

শিষ্য। গোলা পেপের বিষয় যাহা অবগত ছিলেন, তাহা প্রকাশ করিলেন, বোম্বাই পেপে কাহাকে বলে প্রভো? উহা কি বোম্বাই দেশ-জাত?

গুরু। তাহা নহে। যেমন গোলা একটী জাতি, তেমনি বোম্বাই একটী স্বতন্ত্র জাতি। তবে সাধারণে, যে কোন ফল হউক, একটু বড় দেখিলেই বোম্বাই বলিয়া বিশেষণ দিয়া থাকেন।

শিষ্য। বোম্বাই ও গোলাতে প্রভেদ কি?

গুরু। তোমায় আমায় যেমন প্রভেদ।

শিষ্য। আপনাতে আমাতে যে কত পরিমাণে প্রভেদ তাহার কিছু স্থিরতা নাই, উহাতেও কি তাই প্রভো?

গুরু। এক রকম তাহাই বটে। আমি যে যে বিষয়ে প্রভেদ আছি, তাহা তুমি জানিতে পার নাই, সুতরাং এই গোলা বোম্বাই পেপের পার্থক্য কিরূপে জানিতে পারিবে? বোম্বাই যতই কেন পাকিয়া উঠুক না, স্বাভাবিক গুণ বশতঃ থস্‌থসে হয় না; যেমন অবস্থায় ভক্ষণ করা যাউক না কেন, কচ্‌কচ্‌ করিবেই করিবে। তার অতিশয় সুমধুর, অনেক পাকিলে যে (পান্‌সে বা) তারের হ্রাস হইবে তাহা নহে, বরং মিষ্টতার বৃদ্ধি রাখে। গোলা পেপে পাকিতে আরম্ভ হইলে, এক মাসের মধ্যেই এক থাক্‌ পেপে সমস্তই যেমন পাকিয়া উঠে, বোম্বাই সেরূপ পাকিয়া উঠে না। বোম্বাই পেপে পরস্পর বারমাস উৎপন্ন হইয়া থাকে, তজ্জন্য ঐ বারমাস অগ্রপশ্চাৎ করিয়া পর পর ২।১টী পাকিতে আরম্ভ হয়; এই সকল বিশেষ গুণ থাকাতেই ব্রাহ্মণ শূদ্র তফাৎ বলিয়া অনেকেই বোম্বাইকে প্রশংসা করেন। তবে গোলা পেপে যেমন ওজনে ৵৫ পাঁচ সের পর্য্যন্ত দেখা যায়, বোম্বাই সেরূপ দেখা যায় না। যদিও ঐ রূপ হওয়ার সম্ভব, তাহা লম্বাকৃতি; এক ফুট, (অর্থাৎ মুটম হস্ত পর্য্যন্ত) লম্বা হইয়া থাকে। ওজনেও প্রায় আড়াই সের পর্য্যন্ত হয়। ইহার বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইলে, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন এই তিন মাসের মধ্যে যে সকল পেপে গাছে সুপক্ক হইবে, ঐ পেপে পাড়িয়া কোনরূপ যন্ত্র অর্থাৎ ছুরিকা দ্বারা ৩।৪ ফালি নিয়মে কাটিয়া, অঙ্গুলি বা

কোনরূপ কাঠির দ্বারা উহার ভিতরের বীজগুলি যত্ন পূর্ব্বক টানিয়া বাহির করিয়া লইতে হইবে। তৎপরে বিলম্ব না করিয়া ঘুঁটে পোড়া কাল ছাই গুঁড়া করিয়া ঐ বীজগুলির উপর উপর বেশ করিয়া মাথাইতে হইবে। বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত, যেন ছাই মাথাইবার সময় বেশী নাড়াচাড়ায় চট্‌কান মত না হয়। তৎপরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখা উচিত।

শিষ্য। প্রভো! পেপের বীজ ছাই মাথাইয়া শুষ্ক করিবার আবশ্যক কি?

গুরু। পেপের বীজে ছাই মাথাইয়া শুষ্ক করিতে হয় কেন, এ কথাটা অতিশয় গুরুতর, কিন্তু সাধারণতঃ সামান্য কথা বলিলেও বলা যাইতে পারে। বিধাতার অনন্ত কৌশল কাহারও বুঝিবার শক্তি নাই; সামান্য বীজ কেন, মহা মহা জীব জন্তু ও পক্ষী প্রভৃতির পর্য্যন্তও ঐ রূপ দুর্দ্দশা, তাহা কি তুমি কখন দেখ নাই,—শুন নাই? লালীয় সংযোগে যে বীজের উৎপত্তি তাহা শুষ্ক করিতে কিছু বিলম্ব হইয়া থাকে। এ কারণ সেই লাল যাহাতে শীঘ্র শুষ্ক হইতে পারে, তাহার প্রতিকার করিবার জন্য ঐ ছাই মাথাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়।

শিষ্য। আপনি যেরূপ যুক্তি উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা মন্দ নহে, কিন্তু আমি বলি যে, সহজে যাহা হয় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, ঐ বীজগুলি কোন একটা পাত্রে রাখিয়া তাহাতে জল দিয়া রগড়াইয়া ধৌত করিয়া রৌদ্রে দিলে, শীঘ্র শুষ্ক হইতে পারে ত।

গুরু। আমার যুক্তি অপেক্ষা তোমার যুক্তি আরও গুরুতর কিন্তু তাহা সকল বীজের পক্ষে নহে, বিশেষ পেপের বীজের পক্ষে ত হইতেই পারে না।

শিষ্য। তাহার কারণ কি প্রভো?

গুরু। তাহার কারণ এই যে, পেপের বীজ জলে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিলে, অনেকগুলি দোষ ঘটে। প্রথমতঃ এই এক দোষ, ৬ মাসের অতিরিক্ত তুলিয়া রাখিলে, চারা উৎপাদিকাশক্তি এক রকম হ্রাস হইয়া যায়। দ্বিতীয় দোষ—কচিৎ ঐ বীজে যে সকল চারা উৎপন্ন হয়, তাহাতে ফল উৎপন্ন হইলে, সেই ফলের তাদৃশ তার (মধুরতা) পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতে ইত্যাদি দোষ লক্ষিত হয় বলিয়াই ধৌত করা নিষেধ হইয়াছে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, এইবারে বিশেষ অবগত হইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলাম। যাহা হউক, শুষ্ক করিবার প্রণালীটা ভাল রূপে বলিয়া দিউন।

গুরু। শুষ্ক করিবার প্রণালী—বীজগুলি শুষ্ক করিবার সময় দিনের মধ্যে ২।৩ বার নাড়িয়া চাড়িয়া দিতে হইবে। একাদি-ক্রমে ঐ রূপে ৮।১০ দিবস শুষ্ক করিতে পারিলে, রীতিমত শুষ্ক হইবে।

শিষ্য। পেপের বীজ শুষ্ক করিতে ৮।১০ দিন বিলম্ব হয় কেন?

গুরু। পেপের বীজ শুষ্ক করিতে বিলম্ব হইবার কারণ এই যে, (বোধ হয় তুমিও দেখিয়া থাকিবে) ঐ বীজের উপরে, অতি পাতলা শ্বেতবর্ণের পীত (মসৃণ আবর্ত্তন কারক) আচ্ছাদন থাকে, এবং ঐ অচ্ছাদনের ভিতর জলের ন্যায় যে সামান্য রস থাকে, ঐ রসের সহিত বীজ শুষ্ক না হইলে, সুশৃঙ্খালায় চারা উৎপন্ন হয় না। এই কারণে ঐ রস ধৌত করা নিষেধ। সুতরাং ঐ রস গায়ে মারিয়া শুষ্ক করিতে হইলে, ৮।১০ দিন বিলম্ব হইয়া পড়ে।

শিষ্য। পেপের ভিতর যে এত কারিকুরী আছে, তাহা আমি এতদিন জানিতে পারি নাই, আপনার অনুগ্রহে বিশেষ বিবরণ শ্রুত হইয়া যথোচিত জ্ঞান লাভ করিলাম।

গুরু। বীজ সংগ্রহের কথা শুনিয়া কিছু শিক্ষা লাভ করিলে। এক্ষণে উহার আবাদ প্রণালী কিছু বলি শুন। পেপের আবাদ প্রায় সকল মাটীতে করা যাইতে পারে। কিন্তু পোলি ও দো-আঁশ মাটীতে যেমন ভাল হয়, অন্য মাটীতে তাদৃশ ভাল হয় না। যে জমীতে পেপের আবাদ করিবার ইচ্ছা হইবে, সেই জমীখানি সামান্য উচ্চ হওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। পেপের আবাদ নিম্ন জমীতে করিলে কোন দোষ ঘটিয়া থাকে কি?

গুরু। নিম্ন জমীতে পেপের আবাদ করিলে ভাল রূপ ফল পাওয়া যায় না। বিশেষ কথা, স্বল্প দিনের মধ্যেই গাছ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। পেপের বীজ বপন করিতে হইলে, পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস বাদে অন্যান্য সকল মাসেই বীজ বপন করা যাইতে পারে। কিন্তু চৈত্র ও বৈশাখ মাসে পেপের বীজ বপন করিবার নিয়মিত সুসময়।

শিষ্য। আপনি যে পৌষ ও মাঘ মাস বাদ দিয়া পেপের বীজ বপন করিতে বলিলেন কেন?

গুরু। পৌষ ও মাঘ মাস বাদ দিয়া পেপের বীজ বপন করিতে হইবে, এ কথাটা অসঙ্গত নহে। কেবল পেপের বীজ কেন, ঐ দুই মাসে কোন প্রকারেরই বীজ বপন করা যায় না। ঐ দুই মাসে দারুণ শীত উপস্থিত হয় বলিয়া শীত প্রযুক্ত কোন প্রকারের বীজ অঙ্কুরিত হয় না। তবে নিতান্তই যদি কোন

প্রকারের বীজ বপন করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সূর্য্যোত্তাপিত ঈষৎ গরম জলে বা অগ্নিতে জল সামান্য গরম করিয়া তাহাতে বীজগুলি ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। তৎপরে পূর্ব্ব উল্লেখিত নিয়মানুসারে পুঁটুলী বাঁধিয়া রাখিতে হয়। পুঁটুলীর ভিতর বীজগুলি অঙ্কুরিত হইলে, জমীতে বপন করা বিধি। নতুবা ঐ দুই মাস বীজ বপন করিয়া যতই কেন জল দেওয়া যাউক না, কিছুতেই অঙ্কুরিত হইবে না। এই জন্য পূর্ণ শীত ঋতুতে কোন প্রকার বীজ বপন করা অযৌক্তিক ও ভ্রান্তিমূলক।

অতএব পেপের আবাদ করিতে হইলে, চৈত্র কিম্বা বৈশাখ মাসে যে স্থানে সময়ে সময়ে কতক রৌদ্র ও কতক ছায়া পাওয়া যায়, এমত শমশীতল স্থানে একটী হাপর প্রস্তুত করিয়া ঐ হাপ-রের মাটী কোদাল দ্বারা কোপাইতে হইবে। তৎপরে যে কোন প্রকারের ছাই হউক না কেন, তাহা দুই অঙ্গুলি পরিমাণ উহার উপর ছড়াইয়া নিড়ান দ্বারা খুসিয়া ঐ ছাই হাপরক্ষেত্রের মাটীর সহিত মিশ্রিত করা বিধি। তৎপর দিন প্রাতঃকালে বীজগুলি ভিজাইয়া অপরাহ্ণে ঐ হাপরক্ষেত্রে বপন করিলে সর্ব্বতোবাবে ভাল হয়।

শিষ্য। প্রভো! না ভিজাইয়া যদি শুষ্ক অবস্থায় বপন কবা যায়, তাহাতে কোন দোষ ঘটে কি ?

গুরু। না ভিজাইয়া বপন করিলে, এমন কিছু বিশেষ দোষ ঘটে না বটে, তবে, শুষ্ক বীজ অঙ্কুরিত হইতে কিছু দিন বিলম্ব হয়। বীজ সমস্ত বপন করার পূর্ব্বে কোনরূপ অনিয়ম হইলে, নিশ্চয়ই অঙ্কুরিত হয় না। যাহা হউক, ঐ রূপে

বীজগুলি বপন করা হইলে, তাহার উপর সতর্কতার সহিত হস্ত দ্বারা আল্‌গা ভাবে চাপিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপরে স্বল্প পরিমাণে কতকগুলি ছাই ও কতকগুলি মাটী এক সঙ্গে মিশ্রিত করতঃ ঐ হাপরক্ষেত্রের বীজের উপর পুনঃ ছড়াইয়া হস্ত দ্বারা বেশ করিয়া ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। বপন কার্য্য শেষ হইলে, ২।৩ তাড়ি বিচালী খুলিয়া খুব পাতলা ভাবে ঐ হাপর ক্ষেত্রের বীজের উপর বিছাইয়া উহার উপর ধীর-ভাবে (সাবধান পূর্ব্বক) কলসী কি বোমা দ্বারা জল ছড়াইয়া দেওয়া বিধি; এবং যতদিন পর্য্যন্ত বীজগুলি অঙ্কুরিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ আবশ্যক মত ঐ প্রণালীতে জল ব্যবহার করিতে হইবে। আর এক কথা,—পেপের বীজের হাপরে পিপীলিকার বাসস্থান হওয়া অসম্ভব নহে, যদি ঐরূপ দুর্ঘটনা দৃষ্ট হয়, তৎক্ষণাৎ হাপরের আচ্ছাদিত বিচালীগুলি ধীর ভাবে উঠা-ইয়া পুনর্ব্বার উহার উপর কিছু টাট্‌কা ঘুঁটের ছাই গুড়া করতঃ ছড়াইয়া দিলে ঐ বীজের শত্রু পিপীলিকাগুলি অচিরে দূরীভূত হইয়া যাইবে। নিতান্ত যদি ঐ রূপ উপকরণের দ্বারা প্রতিকার করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে, (পূর্ব্ব উল্লেখিত) কিছু নারিকেল ভাঙ্গা ঐ হাপরক্ষেত্রের এক পার্শ্বে রাখিয়া (উহার উপর পিপীলিকাগুলি আসিয়া জমিলে) অগ্নি দ্বারা সবংশে সংহার করা উচিত।

শিষ্য। পেপের বীজ অঙ্কুরিত হইতে কত দিন বিলম্ব হয় প্রভো?

গুরু। ৮।৯ দিনের মধ্যেই অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। পরে ২।৪টী বীজ অঙ্কুরিত হওয়া দৃষ্ট হইলে, অতি সাবধান পূর্ব্বক হাপরের

আচ্ছাদিত বিচালীগুলি উঠাইয়া ২।১ দিন বেশী পরিমাণে জল ব্যবহার করিতে হইবে। তৎপরে বীজ সমস্ত অঙ্কুরিত হইয়া চারাগুলি ক্রমশঃ ২।৩ পাতা সমন্বিত দৃষ্ট হইলে, আবশ্যক মত সামান্য জলের ছিটা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। যদি কেহ অনবধান প্রযুক্ত বেশী জল দিয়া ফেলে, তাহা হইলে কি হয় প্রভো?

গুরু। এই সময় বেশী পরিমাণে জল ব্যবহার করিলে, কোচি চারা পচিয়া যাইতে পারে। তৎপরে চারাগুলি ৮।১০ পাতা (অর্থাৎ একটু বড়) হইলে জমীতে রোপণ করা কর্ত্তব্য :

শিষ্য। পেপের চারা জমীতে রোপণোপযোগী কত দিনে হইতে পারে? আর, এক বিঘা জমীতে কতগুলি চারা রোপণ করা বিধি?

গুরু। চারাগুলি দৃষ্ট হওয়া দিন পর্য্যন্ত প্রায় এক মাসের মধ্যেই ক্ষেত্রে রোপণোপযোগী হয়। এক বিঘা জমীতে ১৭০টী চারা রোপণ করা যাইতে পারে। যে জমীতে পেপের চারা রোপণ করিতে হইবে, সেই ক্ষেত্রে এক চাষ বা দোয়ার (অর্থাৎ দুই চাষ) দিয়া এক প্রস্থ মোই দেওয়া আবশ্যক। চাষ দেওয়া হইলে, দীর্ঘে ও প্রস্থে ৫ হস্ত অন্তর অন্তর (মুটম হস্ত দীর্ঘে প্রস্থে) এক হস্ত গভীর এক একটী গর্ত্ত কাটিয়া ঐ প্রতিগর্ত্তের মৃত্তিকার সহিত এক এক মালসা ঘুঁটের বা অন্য কোন পাতা পোড়ান ছাই মিশ্রিত করিয়া ঐ গর্ত্তগুলির তিন অংশ বোঝাই করতঃ উহাতে কলসী দ্বারা বেশী পরিমাণ জল ঢালিয়া দেওয়া উচিত। এমন কি যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ গর্ত্তের মৃত্তিকা ইচ্ছানুরূপ জল শোষণ করিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জল ঢালিতে হইবে। তৎ-

পর দিন অপরাহ্নে ঐ গর্ত্তে এক একটী চারা রোপণ করিয়া আবশ্যক মত জল দেওয়া বিধি। কিন্তু চারাগুলি রোপণ করিবার সময় দেখিতে হইবে যে, চারাগুলি হাপরক্ষেত্রে যে ভাবে রোপণ করা ছিল, ঠিক সেই ভাবে যেন রোপণ করা হয়।

শিষ্য। উল্লেখিত কথাটীর ভাব আমি কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না।

গুরু। এই কথাটীতে কিছু ঘোরফের আছে বাপু, সেই জন্ত বুঝিতে পার নাই, যাহা হউক, পুনর্ব্বার বলি শুন। হাপরক্ষেত্রে যে চারার পাতা, যে দিকে থাকিবে, তাহা উত্তোলন করিবার সময় ঠিক রাখিয়া তোলা আবশ্যক, কারণ জমীতে রোপণ করিবার সময় পূর্ব্বমত পাতা ঠিক সেইদিকে রাখিয়া রোপণ করা বিধি। এইবারে বুঝিতে পারিলে কি ?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, পারিয়াছি। কিন্তু ঐ সম্বন্ধীয় একটা কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ঐ রূপ নিয়মে চারা সকল রোপণ করিতে হইলে, এককালীন অধিক চারা উত্তোলন করা যাইতে পারে না। স্বল্প পরিমাণে ২।৪টী উত্তোলন করিয়া জমীতে রোপণ করা হইলে, পুনর্ব্বার ২।৪টী উত্তোলন করা আবশ্যক।

গুরু। হাঁ বাপু, ঐ নিয়মে কার্য্য করিতে যদি সুবিধা বোধ হয়, তাহাই করিবে। কিন্তু উল্লেখিত নিয়ম বজায় রাখা চাই।

শিষ্য। যদি ভ্রমবশতঃ উল্টাপাল্টা হইয়া যায়, তাহা হইলে কি কোন দোষ হয় প্রভো ?

গুরু। পূর্ব্বোক্ত নিয়মের বহির্ভূত হইলে, যে সকল দোষ ঘটে, তাহা বলি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ এই এক দোষ,—গাছ অধিকাংশ

অফলা বা র্যাঁড়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, যদিও কোন গাছে ফুল ফল হয় বটে, কিন্তু বিলম্বে হয়। তৃতীয়তঃ কোন কোন গাছে ফুল হইলেও ফল হয় না। অতএব ভ্রমবশতঃ বিপরীত ভাবে রোপণ না করিয়া ঠিক হাপরে যে ভাবে স্বাভাবিক ছিল, সেই ভাবে পুনর্ব্বার জমীতে রোপণ করিয়া এক সপ্তাহ অপরাহ্লে অল্প অল্প পরিমাণে প্রত্যেক গাছের মূলদেশে জল দেওয়া উচিত। তৎপরে চারাগুলির অবস্থা একটু ভাল বোধ হইলে, নিড়ান দ্বারা উহার মূলদেশের মাটী সামান্য গভীরতায় (অর্থাৎ ১ অঙ্গুলি পরিমাণে) খুঁচিয়া ২।১ দিন বাদে পূর্ব্বমত জল দেওয়া বিধি। যে পর্য্যন্ত চারাগুলি উর্দ্ধে ১ হস্ত পরিমাণ বৃদ্ধি না হইবে, ততদিন, মধ্যে মধ্যে গোড়া খুসিয়া দেওয়া এবং আবশ্যকমত জল ব্যবহার করিতে হয়। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত ছাই ও মাটী মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক গাছের মূলদেশের গর্ত্তে কিছু কিছু দেওয়া আবশ্যক এবং মধ্যে মধ্যে (মাসে ১বার কি দুইবার) কোদাল দ্বারা সমস্ত জমী কোপাইতে হইবে, কারণ, বর্ষাকালে জমীতে ঘাস জঙ্গল হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, তজ্জন্য ঐ রূপ মধ্যে মধ্যে কোপাইবার ব্যবস্থা করিলে অপরিষ্কার হইতে পারিবে না। কিন্তু, নিয়ত বৃষ্টি হওয়া প্রযুক্ত যদি জমীতে জল সপ্‌সপ অর্থাৎ কর্দ্দম প্রায় বোধ হয়, তাহা হইলে, কোপান কার্য্য বন্ধ রাখিয়া যে সময় আকাশের বেশ ভাব গতিক ভাল বুঝিবে (বৃষ্টির ধরণ অবস্থায়) জমীতে কোপান কার্য্য আরম্ভ করা উচিত।

শিষ্য। প্রভো! দেব চরিত্রের কথা বলা যায় না। যদি একাদিক্রমে নিয়তই বৃষ্টি হইতে থাকে, তাহা হইলে কি করা কর্ত্তব্য।

গুরু। একাদিক্রমে বৃষ্টি হইলেও পেপে গাছের পক্ষে কোন অনিষ্ট হইবে না। তবে কোপান কার্য্য বন্ধ রাখা প্রযুক্ত জমীতে ঘাস জঙ্গল উৎপন্ন হইলে, পেপেগাছের পক্ষে যাহা একটু অনিষ্ট হইবে, তাহার উপায় নিড়ান দ্বারা সমস্ত ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপরে, যে সময় (অর্থাৎ ভাদ্র মাসের শেষে কিম্বা আশ্বিন মাসে) পেপে-গাছে ফুল ধরিতে আরম্ভ হইবে, সেই সময় (পূর্ব্ব উল্লেখিত) মিশ্রিত ছাই-মাটী পুনর্ব্বার কিছু কিছু প্রত্যেক গাছের মূলদেশে দিয়া চাপিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু তন্মধ্যে আর একটী কথা এই যে, যে সকল গাছে রাঁড়া ফুল ধরিবে তাহাদিগকে অবিলম্বে কাটিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। রাঁড়া ফুল ধরিলে কি রূপে চিনিতে পারা যাইবে ?

গুরু। রাঁড়া ফুল ও ফল হইবার ফুল সহজেই চিনিতে পারা যায়। যে সকল ফুলে ফল উৎপন্ন হয়, তাহারা বেঁটে বেঁটে মোটা ধরণের হয়। আর যে সকল ফুলে ফল উৎপন্ন হয় না, (অর্থাৎ রাঁড়া) তাহারা অল্প লম্বাকৃতি (অর্থাৎ চলিত ভাষায় যাহাকে ঢেঙ্গা কহে)।

শিষ্য। প্রভো! রাঁড়া পেপের গাছ কাটিয়া ফেলিতে হয় কেন ?

গুরু। উহার সম্বন্ধে অনেকগুলি কারণ আছে, তবে মোটের উপর কথা এই যে, যে সকল গাছ অকর্ম্মণ্য তাহাদিগকে নিয়ত চক্ষের উপর দেখিতে হইলে মনোমধ্যে একটা বেদনা উপস্থিত হয়, এ কারণ, তাহাদিগকে সম্মুখ হইতে দুরীভূত করা নিতান্ত আবশ্যক। কেবল গাছের পক্ষেই যে ঐ রূপ নিয়ম হইয়াছে, তাহা নহে জীব জন্তু প্রভৃতি করিয়া (যে কেহ অকর্ম্মণ্য

হইলে) আদরণীয় হয় না। যাহা হউক, তৎপরে কার্ত্তিক মাসে যখন পূর্ণভাবে ফল উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইবে, তখন দেখা উচিত যে, যে সমস্ত ফল গায়ে গায়ে, কিম্বা ক্রমশঃ স্থানের অনাটনে (অর্থাৎ স্থানাভাব প্রযুক্ত) বাড়িতে পারিতেছে না এমত বোধ হইলে, সেই সমস্ত ফলের, মধ্যে মধ্যে যেগুলি অতি ছোট ছোট এবং যাহাদের আর বেশী বড় হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, সেই গুলিকে অতি সাবধান পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া স্থান প্রশস্ত করিয়া দেওয়া উচিত। ভাঙ্গিয়া দিবার সময় যেন পার্শ্বের ভাল ভাল ফলে আঘাত লাগিয়া বৃথা অপচয় না হয়।

শিষ্য। যদি ঐ রূপে মধ্যের মধ্যের ছোট ছোট পেপেগুলি ভাঙ্গিয়া স্থান প্রশস্ত করিয়া না দেওয়া হয়, তবে তাহাতে কোন বিশেষ দোষ ঘটে কি?

গুরু। এমন কিছু বিশেষ দোষ ঘটে না বটে, তবে, অতিরিক্ত ফল ধরিয়া স্থানের অভাব হইলে, কতকগুলি ফল ঠেসাঠেসিতে বাড়িতে পারে না। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কিছু ছোট হয়। তৎপরে অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফলগুলি পাকিতে সুরু হইলে, (যে ফল-গুলি বেশ সুপক্ক হইয়াছে) এমত বিবেচনা করিয়া দুই এক দিন অন্তর অন্তর তাহাদিগকে পাড়িয়া লইতে হয়। কিন্তু পাড়িবার সময় বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত যে, ফলটী হস্ত হইতে প্রসারণ হইয়া মৃত্তিকায় না পড়ে। কারণ, যে কোন ফল হউক না কেন, ঐ রূপ পক্ক কি ডসক অবস্থায় মৃত্তিকায় পতিত হইয়া, যে স্থানেতে আঘাত লাগিবে, সেই স্থানটী অভক্ষ হইয়া পড়িবে। বিশেষ পেপে ফল পক্ক অবস্থায় অতিশয় নরম হয়। তাহা হঠাৎ মৃত্তিকায় সজোরে পড়িলে সহসা ফাটিয়া যাইতে

পারে; যদি নাও ফাটে, কিন্তু থেঁৎলাইয়া যায়। পেপে ফল উচ্চ শ্রেণীর ফলের মধ্যে গণ্য; উহা দেবদেবীর পূজায় সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ভক্ষণ করিলে শরীর শীতল হয়, সুতরাং ছোট বড় প্রভৃতি সকলেই প্রিয় ফল বলিয়া সাদরে গ্রহণ করেন।

এক বিঘা জমীর পেপের আবাদে বৎসরান্তে প্রায় দেড়শত টাকার ফল বিক্রয় হইয়া, প্রতি বৎসরে খরচা ও খাজানা বাদে একশত টাকা লাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! পেপে গাছ কতদিন স্থায়ী হয়?

গুরু। পেপে গাছ ৫।৭।১০ বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে।

শিষ্য। ঐ ৫।৭।১০ বৎসর পর্য্যন্ত সমভাবে ভাল ফল পাওয়া যায় কি?

গুরু। না বাপু! তিন বৎসর পর্য্যন্ত যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, সে সকল ফল সচরাচর ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে। তৎপরে যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, তাহা অতিশয় নিকৃষ্ট।

শিষ্য। তিন বৎসরের পর যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, তাহা নিকৃষ্ট হইবার কারণ কি?

গুরু। প্রথম বৎসরের পেপে খুব বড় বড় হয়। দ্বিতীয় বৎসরে তাহার অর্দ্ধেক কমিয়া যায়। তৃতীয় বৎসরে তাহা অপেক্ষা ছোট হয়। এই রূপে প্রতিবৎসর কমিয়া কমিয়া অতি ক্ষুদ্র হইয়া অব্যবহার্য্যের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়ে। সেই জন্য তিন বৎসর পরে কাটিয়া ফেলা উচিত।

শিষ্য। প্রথম বৎসরে পেপের আবাদ ও পাইট যেরূপে করিতে হয়, তাহা বিশেষ রূপে অবগত হইলাম। দ্বিতীয় বৎসর

কিরূপ প্রণালীতে জমী ও গাছের পাইট করিতে হইবে, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। দ্বিতীয় বৎসর বৈশাখ মাসে ঐ জমী সমস্ত একবার কি দুইবার কোদাল দ্বারা কোপাইয়া জমীর ঘাস জঙ্গল মারিয়া পরিষ্কার করিতে হয় এবং সমস্ত পেপেগাছে যে সকল শুষ্ক পাতা থাকিবে, তাহা কোন প্রকারে ভাঙ্গিয়া গাছ সকল পরিষ্কার রাখা উচিত। আর এক কথা, পেপে গাছের গাত্রে যে সকল নূতন শাখা বাহির হইবে, তাহাও কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এবং প্রথম বৎসরের ন্যায় ছাই-মিশ্রিত-মাটী প্রত্যেক গাছের মূলদেশে ব্যবহার করা উচিত হয়। এই পর্য্যন্ত পেপে গাছের পাইট করিলে যথেষ্ট হয়; নতুবা আর কোনরূপ পাইট করিবার আবশ্যক নাই।

প্রথম বৎসর যেরূপ অগ্রহায়ণ মাস হইতে পেপে পাকিতে সূচনা হয়, দ্বিতীয় বৎসর সেরূপ না হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে সূচনা হয়। প্রথম বৎসর ৫ মাসে যে পরিমাণে ফলোৎপন্ন হইয়া থাকে, দ্বিতীয় বৎসর ১২ মাসেও সেরূপ উৎপন্ন হয় না; এমন কি প্রায় অর্দ্ধাংশ কমিয়া যায়। কিন্তু লাভালাভের বিষয় প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর প্রায় সমান; তবে প্রথম বৎসরাপেক্ষা তৃতীয় বৎসর কিছু কম।

শিষ্য। প্রথম বৎসরাপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসর অর্দ্ধেক ফল প্রাপ্ত হইয়া সমান লাভ কিরূপে করা যায় তাহা আমার বোধগম্য হয় না।

গুরু। প্রথম বৎসর চাষ আবাদ করিতে যেরূপ অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, দ্বিতীয় বৎসরে সেরূপ করিতে হয় না। আর প্রথম বৎসর কেবল পাঁচ মাস সময়ে পাকা ফল পাওয়া যায়, কিন্তু

দ্বিতীয় বৎসর সময় অসময় ১২ মাস পাকা ফল পাওয়া যায়, সুতরাং অসময়ের জিনিষ বলিয়া বেশী দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। এই কারণে পূর্ব্ব বৎসরের লাভের সহিত প্রায় তুল্যানুতুল্য হইয়া থাকে।

শিষ্য। উক্ত দুই বৎসর পেপের আবাদে সমভাবে লাভ হইয়া থাকে, তাহার কারণ আমি বুঝিতে পারিলাম। এক্ষণে তৃতীয় বৎসর পেপের আবাদের পাইট কিরূপে করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত করিয়া আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

গুরু। পাইট সম্বন্ধে অন্য কোন রকম ভেদাভেদ নাই, দ্বিতীয় বৎসরের ন্যায় পাইট করিলেই চলিবে।

শিষ্য। তৃতীয় বৎসরের লাভাংশ পূর্ব্বোক্ত দুই বৎসরের সমকক্ষ কেন হয় না?

গুরু। তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে! তৃতীয় বৎসরের ফলগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ছোট হয়, তজ্জন্য বিক্রয় করিয়া খরচা বাদে প্রায় ৫০।৬০ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! পেপের আবাদ প্রণালী অতিশয় হিতজনক ও লাভের কার্য্য বলিয়া বোধ হইল। আমি এই বৎসরই দুই বিঘা জমীতে পেপের আবাদ করিব।

গুরু। ভাল, ভাল, নূতন নূতন কৃষি বিষয়ে যতই তোমার মন আকর্ষিত হইবে, ততই সংসারের কষ্ট দূরীভূত হইবে।

শিষ্য। প্রভো! দুই বিঘা জমীতে পেপের চাষ করিতে হইলে, বীজ কত ভরি আবশ্যক হইবে?

গুরু। প্রায় ৫ ভরি হইলেই যথেষ্ট হইবে।

শিষ্য। তবে কোন্ সময় পেপের বীজ আনাইলে ভাল হয়।

গুরু। ফাল্গুন মাসের শেষ নাগাইত আনাইতে পারিলে ভাল হয়।

শিষ্য। ফাল্গুন মাস ব্যতীত অপর কোন মাসে পেপের আবাদ কি করা যায় না?

গুরু। শীত কয় মাস বাদে সকল সময়ই পেপের বীজ বপন করা যাইতে পারে, তবে ফাল্গুন মাসে বীজ বপন করিলে, যেমন সমভাবে ফল পাওয়া যায়, অন্য মাসে সেরূপ পাওয়া যায় না।

শিষ্য। প্রভো! অন্যান্য গাছে যেরূপ কলম প্রস্তুত হইয়া থাকে, পেপে গাছে সেরূপ কলম প্রস্তুত হয় না কি?

গুরু। হাঁ, হইয়া থাকে, কিন্তু উহাতে কতক সুবিধা কতক অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। তাহা শুনিবার এক্ষণে আবশ্যক নাই সময়ানুসারে ব্যক্ত করিব।

শিষ্য। পেপের আবাদ সম্বন্ধীয় কথা শ্রুত হইয়া অতীব সন্তোষ লাভ করিলাম। এক্ষণে কদলীবৃক্ষের রোপণ-প্রণালী শ্রুত হইতে বাসনা করি।

গুরু। ভালই ত! কলার চাষ মন্দ নয় বাপু! এক্ষণকার সময়োপযোগী চাষও বটে। আচ্ছা, উহার রোপণ-প্রণালী যদি শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, অবশ্যই বর্ণন করিব।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, প্রণাম হই, আশীর্ব্বাদ করুন।

গুরু। প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইবে।



পঞ্চম অধ্যায়।

কদলীবৃক্ষ রোপণ করিবার প্রণালী।

গুরু। কদলী ফল আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত। এবং ফলের মধ্যে যে বিশেষ আবশ্যকীয় ফল, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। কোন গৃহস্থের বাটীতে গাভী না থাকিলে বাটী যেমন শ্মশান তুল্য হয়, সেইরূপ কদলীবৃক্ষ না থাকলে বাগানের অমঙ্গল হয়। মাঙ্গলিক কার্য্যের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাতে কদলী বৃক্ষ ব্যবহৃত হয়। এতৎসম্বন্ধীয় অনেক প্রকার বচন কোন কোন পুস্তকে প্রায়ই লক্ষিত হইয়া থাকে। পুরা কালে মুনিঋষি ও মহা মহা রাজাধিরাজ এই কলার চাষ লইয়া তুমুল আন্দোলন করিতেন। যাহা হউক, কদলীর চাষ যে ভারতের অগ্রগণ্য তাহা অনেককেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

কলার চাষ প্রায় সকল মাটীতেই করা যাইতে পারে। কিন্তু দো-আঁশ মৃত্তিকায় যেরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুরস ফল ফলে, সেরূপ বালি মাটীতে কিম্বা কড়ে এঁটেল মাটীতে ফলে না।

শিষ্য। উল্লেখিত দুই প্রকার মৃত্তিকায় কলার চাষ করিলে সুরস ফল উৎপন্ন হয় না কেন?

গুরু। তাহার কারণ এই যে, এঁটুলে মাটী সামান্য বৃষ্টি পাইলে সহজেই আর্দ্র হয়, এবং ৫।৭।১০ দিন অনাবৃষ্টি হইলে এককালে ৪।৫ হস্ত গভীর পর্য্যন্ত মাটী ফাটিয়া যায়। আর বালি মাটীতে যতই কেন বৃষ্টি হউক না ক্ষণেক কাল পরেই স্বাভাবিক ঝরঝরে অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যতই কেন অনাবৃষ্টি রৌদ্র হউক না

নিম্নের ৮।১০ অঙ্গুলি অধিক নিরস কখনই হয় না। একারণ উক্ত দুই প্রকার মৃত্তিকায় কলার চাষ ভাল হয় না। যে জমীতে কলার আবাদ করা স্থির হইবে, সেই জমীতে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস মধ্যে মধ্যে দুই বার লাঙ্গল বা কোদাল দ্বারা চাষ দিয়া জমীর ঘাস জঙ্গল মারিয়া ফেলা উচিত।

শিষ্য। প্রভো! কলা গাছ কোন্ সময় রোপণ করিতে হয়?

গুরু। ১২ মাসের মধ্যে ১ মাস বাদে ১১ মাস রোপণ করা যায়। কিন্তু আষাঢ়, শ্রাবণ, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই চারি মাস বেশী অংশ রোপণ করিতে হয়। তন্মধ্যে একটী প্রবাদ আছে যে "ডাক্ দিয়া বলেন রাবণ, কলা পোত আষাঢ় ও শ্রাবণ" এই বাক্য প্রমাণ করিতে হইলে, কদলীবৃক্ষ রোপণের প্রশস্ত কাল আষাঢ় ও শ্রাবণ। আর এক কথা,—"বিভীষণ বলেন ভাই, কলা কিরূপে রোপিত হয়, তাহা শিখি নাই" রাবণ বলেন,—" শুন হে ভাই, আট হাত পাই, এক হাত বাই, কলা গাছ রোপণ করগে ভাই। " কলা পুতে না কাট পাত, ঐতে কাপড় ঐতে ভাত" এই কথাগুলির মর্ম্ম কিছু বুঝিতে পারিলে বাপু?

শিষ্য। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কলা গাছ রোপণ করিলে ভাল হইবে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আট হাত পাই, আর একহাত বাই" ঐ কথা দুইটার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। বুঝিতে পারিলে না বাপু। ঐ কথা দুইটার মর্ম্ম এই যে, পাইয়ের অর্থ অন্তর, আর বাইয়ের অর্থ গভীর, আট হস্ত অন্তর অন্তর এক হস্ত গভীর এক একটী গর্ত্ত করিয়া উহাতে এক একটী কলার তেউড় রোপণ করা বিধি।

শিষ্য। প্রভো! কলার চারাকে তেউড় বলে কেন?

গুরু। বীজ হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকে "চারা" বলা যায়। আর এঁটে অর্থাৎ মূলদেশ হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে "তেউড়" বলা যায়।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, এই বারে বুঝিতে পারিয়াছি। এক্ষণে উহার পাইট কিরূপে করিতে হইবে, তাহা ভালরূপে বুঝাইয়া দিউন।

গুরু। ক্রমশঃ সমস্তই বর্ণন করিব, ধৈর্য্য হও, উতলা হইও না। ইহার চাষ ২।৩ রকম প্রণালীতে করা যাইতে পারে, কিন্তু বর্ষার রোপণ-প্রণালী অনেকাংশে ভাল বলিয়াই উল্লেখ করিতেছি—আষাঢ় মাসের প্রথমে, কোন্ কোন্ স্থানে কলার গাছ আছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। কারণ, চারাগুলি নির্দ্দিষ্ট না করিয়া সংগ্রহ করিলে প্রথমতঃ ভাল ভাল কলা উৎপন্ন হয় না।

শিষ্য। কলার তেউড় ভাল মন্দ কিরূপে পরীক্ষা করিতে পারা যায়?

গুরু। কলার তেউড় ভাল মন্দ পরীক্ষা করিবার অবশ্যই উপায় আছে। কলা গাছ যে বৎসর রোপণ করা যায়, সেই বৎসর হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত রোপিত স্থানে, যে সকল গাছ বেশ সতেজিত থাকে, তাহাকে "নূতন যুবা ঝাড় কহে"। আর তিন বৎসরের পরে চারি বৎসরের ঝাড় হইলে, তাহাকে "পুরাতন বুড়া ঝাড়" কহে। ঐ নূতন ঝাড়ের তেউড় লইয়া রোপণ করিলে, তাহাতে যে কলা উৎপন্ন হয়, তাহা মন্দ হয় না, অপেক্ষাকৃত ভাল হয়; এবং গাছও বেশী দিন স্থায়ী হয়। আর পুরাতন

(বুড়া) ঝাড়ের তেউড় রোপণ করিলে কলা তাদৃশ ভাল হয় না এবং গাছও বেশী দিন স্থায়ী থাকে না।

শিষ্য। প্রভো! উহা পরীক্ষা করা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন বোধ হইতেছে।

গুরু। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সহজ কার্য্যও জটিল বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু জ্ঞাত হইলে তত অধিক কঠিন বোধ হয় না। তুমিও বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইলে, জাতি-বিশেষ ভাল ভাল কলার তেউড় অবশ্যই চিনিতে পারিবে; পুরাতন ঝাড় ও নূতন ঝাড় উভয়ে যে অনেকাংশে ভেদাভেদ আছে, তাহা দৃষ্টি করিলেই অবশ্যই চিনিতে পারা যায়; এবং ঐ উভয় ঝাড়ের তেউড়ে যে অনেকাংশ প্রভেদ আছে, তাহাও সহজে চিনিতে পারা যায়।

শিষ্য। কোন্‌গুলি বুড়া ঝাড়ের, ও কোন্‌গুলি নূতন ঝাড়ের তেউড় আপনি তাহা অবশ্যই চিনিতে পারিবেন; যে হেতু উক্ত বিষয়ে আপনি বিশেষ পরিপক হইয়াছেন। আমি কৃষি-বিষয় সম্প্রতি পর্য্যালোচনা করিতেছি, তাহাতে অনেক বিষয়েই অজ্ঞাত আছি, তাহা আপনার অবিদিত নাই। সুতরাং ভালমন্দ কলার তেউড় বাছিয়া লওয়া আমার পক্ষে কঠিন বোধ হইবে; তবে আপনার অনুগ্রহে যদি বিশেষরূপে জ্ঞাত হইতে পারি, তখন যে যেমন কলার তেউড় অবশ্যই চিনিয়া লইতে পারিব।

গুরু। কলার তেউড় চিনিয়া লইবার সম্বন্ধে যে সহজ সঙ্কেত আমি জ্ঞাত আছি, তাহা ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর। যে সকল তেউড়ের গোড়া মোটা, অগ্রভাগ তাহা অপেক্ষা সোরু

(এমন কি পরিমাণে অর্দ্ধেক) এবং ঐ তেউড়ের বাল্‌দো অতি-শয় লম্বা, পাতাও খুব বড় বড়, চৌড়া, ও সামান্য পাতলা হয়, সেই সমস্ত নূতন ঝাড়ের তেউড় নিশ্চয় জানিবে। আর, বেশী পুরাতন ঝাড়ের তেউড়ের আগা গোড়া প্রায়ই সমভাবে মোটা হয়, এবং বাল্‌দো ও পত্র, কিছু ঘন, অপেক্ষাকৃত ছোট হয়।

শিষ্য। ঐরূপ হয় কেন প্রভো? উহার কারণ আপনি কিছু জ্ঞাত আছেন কি?

গুরু। কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না, তত্ত্ববিৎ মহাত্মগণ কার্য্যের কারণই প্রমাণ করিয়া থাকেন। কদলীবৃক্ষ রূপান্তরের যে কারণ আছে, তাহা অবশ্যই প্রামাণ্য। অতএব উক্ত সম্বন্ধীয় কারণ আমি যাহা জ্ঞাত আছি, বিবৃত করিতেছি। কলার চারা যৎকালে রোপণ করা হয়, তৎকালে এক হস্ত বা কিছু বেশী পরিমাণ গর্ত্ত খুঁড়িয়া বসান উচিত। তৎপরে উহা হইতে প্রথম চারা উৎপন্ন হইবার সময় প্রায় অর্দ্ধ হস্ত উপর হইতে চারা বাহির হইয়া থাকে।

শিষ্য। আমি দেখিয়াছি, যেন (খুব নীচে) কলাগাছের মূল দেশ হইতে চারা বাহির হইয়া থাকে।

গুরু। কলাগাছের সিকড়েতে তেউড় উৎপন্ন হয় না; সিকড় যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই তেউড় উৎপন্ন হয়। ঐ তেউড় উৎপন্নের স্থানকে চলিত ভাষায় "এঁটে" কহে। ঐ এঁটের উপরে পর পর তিন বৎসর তেউড় বাহির হইলে, ক্রমশঃ উপরে ভাসিয়া উঠে। যত নিম্ন হইতে উপরে তেউড় ভাসিয়া উঠিতে থাকে, ততই তেউড় নিস্তেজিত হইয়া উক্ত রূপ

শ্রী ধারণ করে, সুতরাং ঐ দুর্ব্বল তেউড়ের ফল তাদৃশ ভাল হয় না। কেমন বাপু! আমার কথাগুলি মনে লাগিল কি?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ প্রভো। আপনি যে কারণ দর্শাইলেন, তাহা আমার মনঃপূত হইয়াছে। এক্ষণে একটী কথা নিবেদন করি এই যে, প্রথমে এক হস্ত গভীর গর্ত্তে চারা রোপণ না করিয়া দুই হস্ত বা ততোধিক গভীর গর্ত্ত করিয়া চারা রোপণ করিলে, পরিণামে ভাল হইতে পারে, ঝাড়ও বেশী দিন স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা।

গুরু। না বাপু, তাহা নিয়ম নহে, কারণ কলার তেউড় বেশী বড় রোপণ করা বিধি নহে। ঊর্দ্ধে দেড় হস্ত হইতে দুই হস্ত পর্য্যন্ত লম্বা কলার তেউড় রোপণ করা বিধি। (অর্থাৎ ৫ হইতে ১২ পাতা পর্য্যন্ত) চারা রোপণের সুনিয়ম।

শিষ্য। প্রভো! ১২ পাতা কাহাকে বলে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। বুঝিতে পারিলে না বাপু, তবে আর এক ভাবে বলি শুন। প্রথমে এঁটে হইতে তেউড় বাহির হইলেই একটী শলাকার ন্যায় দৃষ্ট হয়, তৎপরে ক্রমে ক্রমে, এক একখানি করিয়া পাতার বাইল বাহির হইতে থাকে, ঐ ১২ পাতা বাইল বাহির হইলেই সেই তেউড় উত্তোলন করিয়া স্থানান্তরে রোপণ করা বিধি। উহার অধিক (অর্থাৎ ১৪।১৫।১৬ কি ২০ পাতা) বড় গাছ রোপণ করা বিধি নহে।

শিষ্য। আমি দেখিয়াছি যে, অনেকে খুব বড় বড় (অর্থাৎ কুড়ি পাতা পর্য্যন্ত) কলাগাছ রোপণ করিয়া থাকেন, তবে তাহা কি অবিধি কার্য্য?

গুরু। খুব বড় বড় কলার তেউড় উত্তোলন করিয়া স্থানান্তরে রোপণ করিলে, তাহার কলা তাদৃশ ভাল হয় না, তবে উহার এঁটে হইতে যে তেউড় উৎপন্ন হয়, তাহাতে রীতিমত কলা জন্মাইয়া থাকে। আর ছোট ছোট কলার তেউড় তুলিয়া স্থানান্তরে রোপণ করিলে ক্রমশঃ তাহারা তেজস্কর হইয়া রীতিমত কলা প্রসব করে। এই সকল দোষ ঘটে বলিয়াই ছোট ছোট তেউড় রোপণ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

শিষ্য। কৃষি-সম্বন্ধীয় অনেক বিষয়ই যে, আপনার কণ্ঠস্থ তাহাতে আমি বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এক্ষণে উহার রোপণ প্রণালী কিরূপ, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। রোপণ প্রণালীর নিয়ম—খোন্তা কি সাবল দ্বারা নির্দ্দিষ্ট চারাগুলিকে উত্তোলন করাইয়া ছায়াযুক্ত শীতল স্থানে ২।৩ দিন রাখিয়া দেওয়া বিধি। তৎপরে চতুর্থ দিনে ঐ সকল চারার গোড়ায় এঁটে ও সিকড় যাহা বেশী বোধ হইবে, তাহা কোনরূপ শাণিত অস্ত্র বা কাটারী দ্বারা চাঁচিয়া ফেলা উচিত; এবং উহার শিরোভাগের প্রত্যেক বাল্‌দোর পাতা খানিক খানিক কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

শিষ্য। চারা সকলের গোড়ায় এঁটে ও সিকড় যাহা বেশী বোধ হইবে, তাহা চাঁচিয়া ফেলিবার আবশ্যক কি?

গুরু। পুরাতন এঁটে ও সিকড় সহিত চারা রোপণ করিলে, নূতন সিকড় বাহির হইতে বিলম্ব হয়, এবং যদি জলবসা জমী হয়, তাহা হইলে, ঐ পুরাতন এঁটেতে পচা ধরিয়া, গাছ সকল বিনষ্ট হইতে পারে। উক্ত কারণ বশতঃ পুরাতন এঁটে ও সিকড় কতক কতক চাঁচিয়া ফেলিয়া রোপণ করিতে হয়, তাহা না হইলে শীঘ্র

নূতন সিকড় বাহির হয় না, সুতরাং গাছসকল ক্রমশঃ নিস্তেজিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর কথিত প্রণালী অনুসারে রোপণ করিলে, ভবিষ্যতে অনিষ্টের পক্ষে আর কোন সন্দেহ থাকে না। গাছ সকল বেশ সুডোল হইয়া দিন দিন শ্রী ধারণ করিতে থাকে, এবং অচিরে ফলোন্মুখী হইয়া মোচা প্রসব করে। আর এক কথা,—পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি যে, দীর্ঘে প্রস্থে ৮ হস্ত অন্তর অন্তর ১ এক হস্ত গভীর এক একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে এক একটী কলার চারা রোপণ করিতে হইবে; এবং রোপণ কালে চারাগুলির মূলদেশে মাটী বেশ করিয়া চাপিয়া দেওয়া উচিত। কারণ, বর্ষার জল মূলদেশে প্রবেশ করিলে, এঁটেতে পচা ধরিয়া গাছ সকল নষ্ট হইতে পারে। প্রথম দিন উক্ত নিয়মে রোপণ-কার্য্য শেষ করিয়া, ২।৪ দিন পরে পুনর্ব্বার ঐ রোপিত চারাগুলির মূলদেশের মাটী, বাঁশ বা কোনরূপ কাষ্ঠের নাদ্‌না দ্বারা রীতিমত ঠাসিয়া চাপিয়া দেওয়া উচিত।

শিষ্য। প্রভো! চারাগুলি রোপণ করিবার সময় একবার গোড়ায় মাটী রীতিমত চাপিয়া দিতে হইবে, বলিলেন, পুনর্ব্বার ঐ মাটী ঠাসিয়া চাপিয়া দেওয়ার আবশ্যক কি?

গুরু। যত দিন না ঐ সকল রোপিত চারার নূতন পাতা বাহির হইবে, সেই পর্য্যন্ত ৪।৫ দিন অন্তর অন্তর একবার মাটী ঠাসিয়া চাপিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, চারাগুলি যৎকালে রোপণ করা হয়, তৎকালে চারা সকল স্বাভাবিক হৃষ্টপুষ্ট থাকে, তৎপরে ক্রমশঃ রৌদ্র পাইয়া আন্তরিক রস মরিয়া গায়ে শুষ্ক প্রায় হইয়া অতিশয় কৃশ হয়, সুতরাং লোল পড়িয়া গোড়ার

মাটী ক্রমশঃ ফাঁক হইয়া আসিলে, বর্ষার জল তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে এক একবার মাটী ঠাসিয়া চাপিয়া দিলে উক্তরূপ মারত্য ব্যাঘাত ঘটিতে পারিবে না। তৎপরে চারা সকল মাটীতে রীতিমত সংলগ্ন হইয়া ২।৪টী নূতন পাতা উৎপাদন করিলে, আর সহসা কোনরূপ পাইট করিবার আবশ্যক নাই; তবে মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রে দৃষ্টি রাখা উচিত যে, নানা প্রকার ঘাস জঙ্গল উৎপন্ন হইয়া চারাগুলির মূলদেশ অপরিষ্কার না করিতে পারে। তৎপরে আশ্বিন মাসের শেষ কি কার্ত্তিক মাসে (অর্থাৎ বর্ষা অন্তে) সমস্ত কদলী-ক্ষেত্র কোদাল দ্বারা কোপাইয়া প্রত্যেক গাছের গোড়ায় কিছু কিছু মাটী উচ্চ-ভাবে নীচে ঢালু রাখিয়া ভরাট করিয়া দিতে হইবে। আর এক কথা,—গাছগুলি যখন বেশ সতেজিত হইয়া মোচা ফেলিবার উপক্রম হইয়া আসিবে, তাহার পূর্ব্ব হইতে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে যে, কেহ যেন গাছের পাতা কাটিতে না পারে।

শিষ্য। প্রভো! কলাগাছের পাতা কাটা একেবারে বন্ধ করিতে হইবে, এ কথার ভাব আমি কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না।

গুরু। আমার কথার ভাবার্থ এই যে, নিতান্ত আবশ্যক বিধায় খুব বড় বড় গাছ হইতে স্বল্প পরিমাণে (অর্থাৎ ২।১ খানির অর্দ্ধাংশ করিয়া কাটিয়া লইলে তাদৃশ হানি হয় না; নতুবা স্বল্প বয়স্ক চারা গাছ হইতে পাতা কাটিয়া লইলে, অঙ্গচ্ছেদন বেদনায় তাহারা ক্রমশঃ নিস্তেজিত হইয়া মৃত্যুপ্রায় হয়। সুতরাং অতিশয় দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ভাল কলা প্রসব করিতে পারে না। এতৎসম্বন্ধে বচন পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, "কলা পুতে না কাট

পাত, ঐতে কাপড় ঐতে ভাত।" বাস্তবিক এই বচনের অনুসরণ করিতে হইলে, কলা গাছের পাতা কাটা কথনই সঙ্গত হয় না।

শিষ্য। প্রভো! কলা গাছ রোপণ করা হইলে, কত দিন পরে ফলবতী হয়?

গুরু। তাহা নির্ণয়ের একটী নিয়ম আছে বাপু, কলাগাছ রোপণ করা হইলে, তাহা মাটীতে সংলগ্ন হইয়া যখন নূতন মাইজ পাতা বাহির হইবে, সেই অবধি প্রায় ১২ মাসে কলাগাছ ফলবতী হয়, তবে জমীর উর্ব্বরতা অনুর্ব্বরতা বিধায় ২।১ মাস অগ্র পশ্চাতেও ফল উৎপন্ন হইতে পারে। মোচা বাহির হওয়া দৃষ্ট হইলে, পুনর্ব্বার ঐ সকল গাছের মূলদেশের সমস্ত ঘাস জঙ্গল মারিয়া ক্ষেত্রের বহির্দ্দেশে ফেলিয়া দেওয়া উচিত।

শিষ্য। কার্য্যগতিকে ঐ সময় যদি ঘাষ জঙ্গল না মারিতে পারা যায়, তাহা হইলে, গাছের পক্ষে কি কোন অনিষ্ট হয়?

গুরু। বিশেষ কোন অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা নহে, তবে ঐ অবস্থায় গোড়ায় ঘাস জঙ্গল থাকিলে, কলার গাত্রে এক রকম কালো কালো ফুট ফুট চিহ্ন হয়, তৎকারণে কলাগুলি দেখিতে কদর্য্য হয়, এবং আস্বাদনেও একটু তফাৎ হইয়া পড়ে। যাহা হউক, মোচা হইতে ক্রমশঃ সমস্ত কলা বাহির হইলে, আর যখন বাহির হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, এমত বিবেচনা হইলে, কোন প্রকার অস্ত্র দ্বারা মোচটী কাটিয়া ফেলা উচিত। মোচাটী কাটিবার সময় যে একটু গোলযোগে পতিত হইতে হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত থাকিতে পারেন; সেই জন্য মোচা ভাঙ্গিবার প্রণালী আর এক রকম যাহা আছে, ব্যক্ত করিতেছি। মোচাটী যত পরিমাণে উর্দ্ধে থাকিবে, সেই পরি-

মাণে এক খানি বাঁশ কি কোন রূপ শক্ত কাষ্ঠ লইয়া মোচাটীর উপর দিয়া এমন ভাবে ঠেলা মারিতে হইবে যে, মোচার বোঁটা ধনুকের মত দোম্‌ড়াইয়া মাতৃ ক্রোড়োন্মুখী হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বোঁটাটী পুট করিয়া ভাঙ্গিয়া ভূতলশায়ী হইবে। আর এক যুক্তি এই যে, বাঁখারীর অগ্রভাগে একখানি কাস্তে বাঁধিয়া কাটিয়া ফেলিতে পারা যায়।

শিষ্য। প্রভো! মোচা না কাটিয়া যদি স্বাভাবিক রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহাতে কি কিছু দোষ ঘটে?

গুরু। মোচা যথাসময়ে না কাটিয়া ফেলিলে, কিছু বিলম্বে কলাগুলি পুষ্ট ও অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট হয়।

শিষ্য। মোচা কাটিয়া ফেলিবার উপযুক্ত সময় কিরূপে জানিতে পারা যায়?

গুরু। তাহা সহজেই জানিতে পারা যায় যে, মোচা বাহির হওয়া হইতে যে পর্য্যন্ত কলা ধরিবার বিধি আছে, তাহা ধরে, তৎপরে যখন সমস্ত ফুল ঝরিতে আরম্ভ হইবে, সেই সময়ের মধ্যেই মোচা কাটিয়া ফেলিলে ভাল হয়।

শিষ্য। ঐ রূপ মোচা কাটার পর কলাগুলি কত দিনে খাদ্যোপযোগী হইয়া থাকে?

গুরু। ব্যঞ্জনে যে কলা ব্যবহৃত হয়, (অর্থাৎ যাহাকে কাঁচ্‌কলা কহে) উহা মোচা কাটার দিন হইতে প্রায় ২ মাসে ব্যবহারোপযোগী হইয়া উঠে। আর, যেসকল কলা পাকা অবস্থায় ভক্ষণ করা যায়, উহা মোচা কাটার দিন হইতে প্রায় ৪ মাসে খাদ্যোপযোগী হয়; কিন্তু শীতকালে, ৫।৬ মাস লাগিয়া থাকে?

শিষ্য। শীতকালে এত বিলম্বে কলা পুষ্ট হয় কেন?

গুরু। শীত ঋতুতে কলা শীঘ্র পুরিয়া উঠে না, তাহার কারণ এই যে, শীতকালে উত্তরদিকস্থ বায়ু নিয়তই বহিতে থাকে, ঐ বায়ুর এমন স্বাভাবিক শৈত্যতা গুণ আছে যে, তাহা দ্বারা পৃথিবীস্থ অনেক বস্তুই জড়িভূত হইয়া সহজে বৃদ্ধি হইতে পারে না। অতএব কলাগুলি কাঁদিতে বেশ পুষ্ট (অর্থাৎ ২।১টী পাকিতে আরম্ভ হইলেই কাঁদি সহিত গাছ কাটিয়া ফেলা উচিত, এবং উহার গোড়ায় যে এঁটে থাকিবে, তাহাও কোদাল বা সাবল দ্বারা তুলিয়া সেই স্থানে মাটী বেশ করিয়া চাপিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

শিষ্য। এঁটে যদি থাকিয়া যায়, তাহাতে কিছু দোষ ঘটে কি?

গুরু। হাঁ বাপু, উহাতে বিশেষ দোষ ঘটিতে পারে। কলা সহিত গাছ কাটা হইলে, উহার গোড়ার এঁটেও তৎক্ষণাৎ তুলিয়া স্থানান্তরে ফেলিয়া দিতে হয়। নতুবা এঁটে পড়িয়া থাকিলে, ক্রমশঃ পচিয়া উহাতে এক রকম সাদা সাদা কীট (পোকা) জন্মাইয়া ক্রমশঃ তাহারা পুরাতন এঁটে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন এঁটেতে প্রবেশ করে। তাহাতে অন্যান্য কলাগাছের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে। এমন কি অনেক গাছে কলা পর্য্যন্তও উৎপন্ন হয় না, কতক মরিয়াও যায়। তৎপরে প্রতি বৎসর (বর্ষা অন্তে) অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে কলা-ক্ষেত্র চালা কোপাইবার সময় প্রতি ঝাড়ে ফলকর গাছ বাদে অফলা ছোট, বড় ও মাজারী তেজস্কর ৩টী গাছ বাছিয়া রাখিয়া, অতিরিক্ত গাছ সকল তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। প্রভো! ঝাড়ে বেশী পরিমাণ কলাগাছ জন্মাইলে কতক অংশ তুলিয়া ফেলিতে হয় কেন?

গুরু। ঝাড়ে নিয়মের অতিরিক্ত গাছ থাকিলে, উহাতে বিশেষ হানি হইতে পারে। কারণ, এক স্থানে ২।৪টি গাছের অতিরিক্ত থাকিলে, তাহাতে যে কলা উৎপন্ন হয়, তাহা সংখ্যায় কম ও অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট হয় এবং আস্বাদনও তত ভাল হয় না। আর এক দোষ ঘটে এই যে, অল্প কাল মধ্যেই ঝাড় জঙ্গলময় হইয়া সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। কথিত প্রণালী অনুসারে কলার চাষ করিতে পারিলে প্রতি বৎসর বিঘা প্রতি খরচা বাদে প্রায় দেড় শত টাকা লাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। কলার আবাদ-প্রণালী শ্রুত হইয়া বিশেষ উৎসাহিত হইলাম। এক্ষণে একটি কথা নিবেদন করি এই যে, কল্য কোন নর্শরির এক খানি ক্যাটালগের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কতকগুলি ফলের গাছ চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি, আপনি যদি সেই সকল ফলের বিবরণ কোনরূপ জ্ঞাত থাকেন, তাহা আমাকে বলিয়া সুখী করুন।

গুরু। ক্যাটালগে নানা প্রকার ফল ফুলের গাছের তালিকা যাহা লেখা থাকে, তৎসমস্তের গুণাগুণ ও রোপণ-প্রণালী বর্ণন করা এক্ষণে নিষ্প্রয়োজন, তবে যেগুলি নিতান্ত আবশ্যকীয় বলিয়া মনঃস্থ করিয়াছ, তাহা উল্লেখ কর, তদ্বিষয় কিছু বর্ণন করি।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, ক্রমশঃ উল্লেখ করিতেছি শ্রুত হউন।

গুরু। আচ্ছা বল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কতকগুলি ফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

শিষ্য। নানা প্রকার পিচ কিরূপে জন্মায়?

গুরু। উহা পশ্চিমে কোন কোন স্থানে বহু পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, তবে এখানে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা অনেক যত্নে হইয়া থাকে। সকল স্থানে সকল মৃত্তিকাতে পিচের আবাদ করিতে পারা যায়। পিচের আস্বাদন অতিশয় মধুর ও উচ্চ শ্রেণীর ফলের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু মৃত্তিকার গুণে ছোট বড় আকারে জন্মিয়া থাকে। ইংরাজেরা পিচকে অতি সুখাদ্য ফল বলিয়া অধিক মূল্য দিয়া সাদরে গ্রহণ করেন। বাস্তবিক পিচ অতি মূল্যবান্ ফল।

শিষ্য। যাহা হউক প্রভো, নাশপাতি কিরূপ ফল, উহার বৃত্তান্ত কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। নাশপাতি বিদেশীয় ফল, উচ্চ জমীতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সকল স্থানে সকল মৃত্তিকায় আবাদ করিলে রীতিমত ফল জন্মায় না। তবে যদি ঠিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া আবাদ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ না জন্মাইলেও কম পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। নাশপাতি এক প্রকার মেওয়া ফলের মধ্যে পরিগণিত; আস্বাদন খুব ভাল, অধিক মূল্যবান্ ফল।

শিষ্য। সেফ ফল কি রকম প্রভো?

গুরু। সেফ নাশপাতির ন্যায় একরূপ ফল, তবে নাশপাতির সহিত যে ২।১ রকমে প্রভেদ আছে, তাহা সময়ানুসারে বলিয়া দিব।

শিষ্য। আলুবোখারা কেমন ফল ও কিরূপ জন্মে, এবং কি প্রকারে ব্যবহার করা যায়?

গুরু। আলুবোখারা সকল স্থানে সকল মাটীতে উৎপন্ন হয় না। উচ্চ জমীতে রোপণ করিতে পারিলে, রীতিমত ফল জন্মিয়া থাকে। যেখানে সেখানে উহার চাষ করিলে, গাছ সকল ততোধিক সতেজিত হইয়া যথাসময়ে ফল প্রসব করে না। আলু-বোখারা ফলে বেশ অম্ল প্রস্তুত হইয়া থাকে; অন্যান্য প্রকারে খুব কম পরিমাণে ব্যবহার হয়।

শিষ্য। আঙ্গুর ফলের বৃত্তান্ত কিছু জ্ঞাত আছেন কি?

গুরু। আঙ্গুর, শীত প্রধান দেশের ফল। দ্রাক্ষালতা যাহাকে কহে, তাহা হইতেই ঐ ফল উৎপন্ন হয়। দ্রাক্ষালতার আবাদ সকল স্থানে করিতে পারা যায়, এবং ফল বিস্তর জন্মায়। কিন্তু উহার আবাদ-প্রণালী স্বতন্ত্ররূপ, তাহা রীতিমত না জানিতে পারিলে, বৃথা পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করা হয়; তবে আমি যে পর্য্যন্ত অবগত হইয়াছি, তাহা আর এক সময় উল্লেখ করিব। উহার আবাদ যদি করিতে পার, বড়ই সুখের বিষয়।

শিষ্য। এননা মিরিকেটার বিষয় কিছু বলিতে পারেন কি?

গুরু। এননা মিরিকেটা, এমেরিকা দেশের মেওয়া ফল। ভারতবর্ষে উহার আবাদ করিলেও করা যাইতে পারে, কিন্তু ফল তত পূর্ণ পরিমাণে জন্মায় না; কিছু কম পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এবং স্থান-বিশেষে অনেক গাছ অফলা হইয়া পড়ে। ঐ ফলের আকার ছোট ছোট কাঁটালের ন্যায়; পাকিলে বেশ সুগন্ধযুক্ত। আস্বাদন ঠিক মেওয়া ফলের ন্যায়।

শিষ্য। আমি যে সকল ফলের কথা উল্লেখ করিলাম, উহার মধ্যে কোন্ কোন্ ফলে অম্ল প্রস্তুত হইয়া থাকে?

গুরু। উক্ত সকল ফলেই অম্ল প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

শিষ্য। না, না, প্রভো, আমার বলিবার ভ্রম হইয়াছে, আমি বলি যে, কোন্ কোন্ ফল অম্ল-রসাত্মক বা অম্লমধুর?

গুরু। অম্ল-স্বাদ অনেক ফলেতেই কিছু কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু যে সকল ফল অম্ল-রসাত্মক, তাহাকে সুখাদ্য ফল বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায় না।

শিষ্য। যে আজ্ঞা প্রভো! আমিও কোন কোন গ্রন্থে এই রূপ কথা পাঠ করিয়াছি যে, "যে সকল ফলে অম্ল রস থাকে, তাহাতে সহসা কোন উপকার হয় না, বরং অপকার হয়।"

গুরু। হাঁ বাপু, সেই জন্য বলিতেছি যে, নানা প্রকার ফলের গুণাগুণ অগ্রে বিশেষ রূপে অবগত হইয়া রোপণ করিতে পারিলে ভাল হয়।

শিষ্য। যে সকল ফলে প্রকৃত অম্ল প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাদিগের নামোল্লেখ করুন।

গুরু। আম্র, তেঁতুল, চাল্তা, আমড়া, কৎবেল, জলপাই, পেনেড়া, কেওড়া, নানা প্রকার লেবু, বঁইচ, বিলম্বি, সর্ব্ব রকম কুল, মাদার, আনারস, দেশী করমচা, চীনের করমচা, দেশী কামরাঙ্গা, চীনের কামরাঙ্গা, চীনের পেয়ারা, আলুবোখারা, আঙ্গুর, টেপারী, টমেটো, চিকুরী, আম্লকী নউড় ইত্যাদি।

শিষ্য। উল্লেখিত ফল সকলের চারা কিরূপে রোপণ করিতে হয়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করুন।

গুরু। উল্লেখিত ফল সকলের চারা রোপণ করিতে হইলে, কঠিন মাটীতে রোপণ করিতে হয়, সেইজন্য এ দেশে বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক রোপণ ও লালন পালন করিলেও অধিক দিন পরে গাছ সকল ফলবান হইয়া উঠে। এই সকল ফলের গাছ যদি বাগানে রোপণ করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, অবশ্যই আনাইতে পার, রোপণ করিবার জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না; রোপণ, প্রতিপালন, এবং ফল ধরিবার কৌশল সহজ প্রণালীতে উল্লেখ করিব; কিন্তু এই সমস্ত ফলের কলমচারা আনাইতে পারিলে ভাল হয়। যাহাই হউক, আপাততঃ আবশ্যকমত চারাগুলি আনাইয়া বাগানের স্থানে স্থানে যথারীতিতে বসাইয়া দাও, পরে নিয়মমত পাইট করিলেই হইবে।

শিষ্য। ঐ সকল গাছ এক্ষণে রোপণ করিয়া, পাইট কত দিন পরে আবশ্যক হইবে?

গুরু। এই বর্ষার সময় যে সমস্ত গাছ রোপণ করিতে হইবে, তাহাদিগের গোড়ার পাইট আগামী কার্ত্তিক মাসে করা বিধি। এক্ষণে গাছগুলি রোপণ করিয়া, যাহাতে জীবীত থাকে, তদ্বিষয়ে কেবল চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। যে আজ্ঞা প্রভো, তবে উল্লেখিত গাছগুলির একখানি ফর্দ্দ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নর্শরিতে পাঠাইয়া দেওয়া যাউক।

গুরু। হাঁ, দিতে পার, কিন্তু উহার মধ্যে ২।৪ রকম গাছ এক্ষণে আনাইবার আবশ্যক নাই।

শিষ্য। কোন্ কোন্ গাছ এক্ষণে আনাইবার আবশ্যক হইতেছে না, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। চীনের আনারস, ন্যাশপাতি, পেক, আলুবোখারা, আপেল এবং আঙ্গুর।

শিষ্য। ঐ কয়েক প্রকার গাছ এক্ষণে রোপণ করা যাইতে পারে না কি?

গুরু। না বাপু।

তৎপরে শিষ্য পূর্ব্বোক্ত নর্শরিতে পত্র লিখিয়া অন্যান্য কয়েক প্রকার গাছ আনাইয়া গুরুদেবকে বলিলেন, "পত্রের লিখিত সর্ব্বপ্রকার গাছ আসিয়া পৌছিয়াছে, আপনি একবার দৃষ্টিপাত করিলে ভাল হয়। পরে বাগানে পাঠাইয়া রোপণের বন্দবস্ত করা যাইবে"। গুরুদেব গাছগুলি দেখিয়া বলিলেন, "গাছগুলি হঠাৎ উত্তোলন করা হইয়াছে, যাহা হউক, নিতান্ত মন্দ নহে, এক্ষণে বাক্স হইতে উঠাইয়া কোন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে।

শিষ্য। বৈঠকখানার সম্মুখে, গাছের নিম্নে, ছায়া স্থানে, (যেখানে পূর্ব্বে একবার গাছ রাখা হইয়াছিল সেই স্থানেই) রাখিয়া দেওয়া যাউক।

গুরু। না বাপু, এক্ষণ বর্ষাকাল, সদা সর্ব্বদা বৃষ্টিপাত হইতেছে, ঐ স্থানে গাছ রাখিয়া দিলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা; কারণ, এই গাছগুলি বাক্সে বোঝাই অবস্থায় জল পাইয়া নিতান্তই খারাপ হইয়া আসিয়াছে, তাহার উপর পুনঃ জল পাইলে সমস্ত গুলিই শীঘ্রই মরিয়া যাইতে পারে।

শিষ্য। তবে যেস্থানে রাখিয়া দিলে ভাল হয়, আপনি আজ্ঞা করুন, মালীকে রাখিয়া দিতে বলি।

গুরু। ঐ যে আলীর ঘরের পার্শ্বে ৩ দিক্ খোলা লম্বা চালা বাঁধা হইয়াছে, ঐ চালার মেজেতে কিছু শুষ্ক মাটী বিছাইয়া তাহার উপর গাছগুলি বসাইয়া রাখা উচিত। পরে ৪।৫ দিন গত হইলে রোপণ করা যাইবে।

শিষ্য। প্রভো! ঐ রূপ অবস্থায় গাছগুলিকে ৪।৫ দিন ঘরের ভিতর ঐ রূপে না রাখিয়া হঠাৎ রোপণ করিলে কি দোষ হয়?

গুরু। বিশেষ দোষ না ঘটিলে নিষেধ করিবইবা কেন। পথিমধ্যে বর্ষার জল পাইয়া গাছের মূলদেশের মাটী প্রায় গলিত হইয়া পড়িয়াছে, ঐ অবস্থায় গাছ সকল রোপণ করিলে, যে ২।৩টী গুরুতর দোষ ঘটে, তাহা বিশেষ করিয়া বলি শ্রুত হও। প্রথমতঃ এই এক দোষ,—গাছগুলি রোপণ করা হইলে, ঐ দিন বা উহার পরদিন, যদি বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে, ঐ রোপিত গাছের গোড়ার মাটী নিতান্ত নরম হইয়া পড়ে, সুতরাং ঐ অবস্থায় সামান্য বাতাস পাইলেই গাছ সকল সহজেই কাইত হইয়া পড়িতে পারে; কাইত গাছকে খাড়া করিতে হইলে, গাছের সমস্ত সিকড় টানপ্রযুক্ত নাড়াচাড়া পাইয়া ছিন্ন হইয়া যায়। তৎপরে ঐ গাছে সামান্য রৌদ্র লাগিলে, পাতা সকল ক্রমান্বয়ে হরিদ্রাবর্ণ হইয়া ঝরিয়া পড়ে, ও গাছের অগ্রভাগ হইতে পচা ধরিয়া ক্রমান্বয়ে নষ্ট হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ আর এক দোষ, ঐরূপ অবস্থায় গাছ রোপণ করিয়া গাছের গোড়ার মাটী বেশ করিয়া যদি চাপিয়া দেওয়া হয়, এবং ঐ স্থানের মাটী যদি আঁটুলে হয়, তাহা হইলে বর্ষা অন্তে ঐ গাছের মূলদেশের মাটী চাপা-দোষে পাথরের ন্যায় কঠিন হয়, সুতরাং তাহার ভিতর বিন্দু মাত্রও

জল প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না, ও গাছের শিকড় ঐ কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে পারে না, তাহাতে ঐ গাছের অগ্রভাগ ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া সমূলে বিনষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ অপর এক দোষ, ঐ রূপ অবস্থার গাছ রোপণ করিলে, কথিত দুইটী দোষের হস্ত হইতে এড়াইলেও, এড়ান যাইতে পারে, কিন্তু শীঘ্র বৃদ্ধি হইতে পারে না। এই সকল মারাত্মক দোষ ঘটে বলিয়া বর্ষার সময় গাছ সমস্ত ঘরের ভিতর শুষ্ক মাটীতে কাঁড়ি-হাপরে ৪।৫ দিন রাখিয়া রোপণ করা বিধি।

শিষ্য। যে আজ্ঞা প্রভো, এক্ষণে বিশেষ কারণগুলি ভালরূপ জানিতে পারিলাম, কিন্তু অপর সাধারণে বলিয়া থাকেন যে, বর্ষাকালে, গাছ উত্তোলন ও রোপণ করার প্রশস্ত সময়।

গুরু। হাঁ, বাপু, কথাটী সত্য এবং চির প্রথাও বটে, কিন্তু কোন কোন বীজের চারার পক্ষে সঙ্গত হয়, (কলমের চারার পক্ষে নহে ;) তাহাও মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি না, কেন না, বীজের চারার পক্ষেও পাক্‌প্রকারে ঘোর বর্ষার সময় নিষেধ করা রহিয়াছে। শুনিয়াছি (বলিতে পারি না) কোন কোন দেশে ভাদ্র মাসে গাছ রোপণ করিতে নাই, এবং কোন কোন দেশে শ্রাবণ মাসে রোপণ করিতে নাই, এ কথা প্রকাশ থাকিলেও শ্রাবণ ভাদ্রমাসে গাছ রোপণ করিলে যে বিশেষ দোষ ঘটে, তাহা কিন্তু কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, নিতান্ত বর্ষার সময় গাছ রোপণ করিলে, অবশ্যই একটা না একটা দোষ ঘটিয়া মরিয়া যায় ; বাস্তবিক ভাদ্রমাসে পচানী বর্ষার সময় গাছ রোপণ করিলে মরিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এবং দেখা যায় যে, পূর্ব্বকার রোপিত

অনেক গাছের মূলদেশে জল বসিয়া সিকড় পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়।

শিষ্য। প্রভো! ঘরের ভিতর শুষ্ক মাটীর উপরে গাছগুলি কাঁড়ি করিয়া রাখার কারণ এই যে, ঐ শুষ্ক মাটী গাছের মূলদেশের নরম মাটীর রস গ্রহণ করিয়া উহাকে নিরস করিয়া ফেলিবে, কিন্তু ২।৩ দিক্ খোলা, চালা-ঘরের ভিতর গাছ রাখিবার প্রথা হইল কেন?

গুরু। ২।৩ দিক্ ফাঁকা এমত ঘরে না রাখিয়া যদি চতুর্দ্দিক আবদ্ধ এমত ঘরে গাছ রাখা হয়, তাহা হইলে বাহিরের সুমিষ্ট সমীরণে বঞ্চিত হইয়া গাছগুলি গরমে হাফ্‌সে দারুণ কষ্ট ভোগ করে। তজ্জন্যই বলিতেছি যে, ২।৩ দিক্ খোলা ঘরে নিরাপদ স্থানে যত্নপূর্ব্বক গাছগুলিকে রাখিয়া দিলে, সহসা কোন ব্যাঘাত ঘটিতে পারিবে না।

তৎপরে শিষ্য গুরুদেবকে বলিলেন, প্রভো! গাছ সকল বাগানে লইয়া যাওয়া হউক।

গুরু। হাঁ, পাঠাইয়া দাও।

উল্লেখিত নিয়মে ৪।৫ দিন গাছ রাখিয়া তৎপরে শিষ্য গুরুদেবকে বলিলেন, প্রভো! অদ্য গাছগুলি রোপণ করা যাইতে পারে না কি?

গুরু। হাঁ, রোপণ করিবার সময় হইয়াছে বটে, তবে আমি এই সময় আর একবার দেখিয়া রোপণের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, অবশ্যই দেখিতে পারেন; তাহাই প্রার্থনীয়।

তৎপরে গুরুদেব গাছগুলি দেখিয়া বলিলেন যে, আরও ২।৩ দিন গাছগুলি এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া দিলে ভাল হয়।

শিষ্য। এখনও কি গাছগুলি রোপণোপযোগী হয় নাই প্রভো?

গুরু। হাঁ, এক রকম হইয়াছে বটে, কিন্তু মূলদেশের মাটীতে এখনও সামান্য রস আছে।

শিষ্য: ঐ মাটী রীতিমত নীরস হওয়া, কিরূপে জানিতে পারা যায়?

গুরু। তাহা জানিতে পারার সহজ সঙ্কেত এই যে, যখন ঐ সকল গাছের ২।১টী পাতা হরিদ্রাবর্ণ হইয়া ঝরিতে আরম্ভ হইবে, তখন জানিবে যে, গাছ সকলের মূলদেশের মাটী রীতিমত শুষ্ক হইয়াছে, এবং ঐ সময় রোপণ করিলে, সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। কথিত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া গাছগুলি রোপণ করিলে, ৭।৮ দিনের মধ্যেই গাছের নূতন (কচি) পাতা এবং সিকড় বাহির হইতে আরম্ভ হইবে।

শিষ্য। তবে গাছ সকল যে যে স্থানে রোপণ করা হইবে, সেই সেই স্থান আপনি চিহ্ন করিয়া দিউন, এক একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখা হউক।

গুরু। গাছ রোপণের পূর্ব্বে গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখিলে রাখিতে পারা যায় বটে, কিন্তু বর্ষাকালের নিয়ম নহে, কারণ,ঐ গর্ত্তে জল জমিলে পূর্ব্ব পরিশ্রম সকলই বিফল হইয়া যাইবে। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখা অনুচিত।

তৎপরে আরও ২।৩ দিন গত হইয়া গেলে, শিষ্য গুরুদেবের কথানুসারে মালীকে গাছ সকল রোপণ করিতে আদেশ

করিলেন। মালীও গাছ সকল রোপণ করিবার জন্য তৎপর হইল। যদিও মালী অনেক কার্য্যে বিশেষ দক্ষ, তথাচ গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া হঠাৎ কোন গুরুতর কার্য্যে সাহসিক হয় না, তাহা গুরুশিষ্যে উভয়েই জ্ঞাত আছেন; কিন্তু অদ্য এই রোপণ কার্য্যের জন্য মালী তত ভীত হয় নাই; পূর্ব্বে যেরূপ শিক্ষা করিয়াছিল, সেইরূপ প্রণালীতে নিজে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় গুরুদেব বলিলেন, মালী! এই গর্ত্তগুলি কিছু প্রশস্ত হইয়াছে উহাতে বড়ই অসুবিধা হইবে, যাহা হউক যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে একটা কর্ম্ম কর, যে যে স্থানে যে যে গাছ রোপণ করা হইবে, সেই সেই স্থানের সন্নিকট অগ্রে এক একটী গাছ রাখিয়া দেখিতে হইবে (যে, ঐ গাছের মূলদেশের মাটীর থোল কি পরিমাণ বড়) যে পরিমাণে থোল বড় হইবে, তাহা অপেক্ষা অতিরিক্ত ৪।৫ অঙ্গুলি ফাঁদে ও গভীরে গর্ত্তগুলি খুঁড়িবে, এবং পাতার বন্ধনগুলি খুলিয়া অতি সাবধানে (ধীরভাবে) রোপণ করিয়া চতুর্দ্দিকের মাটি টানিয়া গর্ত্তগুলি ভরাট করতঃ হস্ত দ্বারা রীতিমত চাপিয়া দিবে। সমতল জমী অপেক্ষা রোপিত গাছের গোড়ার মাটী সামান্য উচ্চ ভাবে রাখিয়া নিম্নে ঈষৎ ঢালু মানাইয়া এমন ভাবে চাপিয়া দিবে, যেন বর্ষার জল পড়িবা মাত্র অনায়াসে গড়াইয়া যাইতে পারে। তৎপরে বোমা দ্বারা অল্প অল্প জলে, সাবধানে গাছগুলির সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া দিবে।

এই সময় আর একটী কথা বলিয়া দিই শুন। ইহার মধ্যে নানা জাতীয় যে সকল লেবু গাছ আছে, তদ্ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত গাছ রোপণ করিবার সময়, তাহাদের অগ্রভাগের শাখা প্রশাখা

ঊর্দ্ধমুখে ঠিক সোজা ভাবে রাখিয়া রোপণ করিবে; গোড়া বা মধ্যস্থল বাঁকা কি হেলা থাকিলে, কোন ক্ষতি হইবে না। আর নানা জাতীয় লেবু গাছ যত আছে, সকলই উক্ত ভাবে রোপণ করা বিধি। এবং দক্ষিণদিকে সামান্য কাইত ভাবে বসাইবে। আর জ্যৈষ্ঠ মাসে যেসকল আম্রের কলম রোপণ করা হইয়াছে, উহার মূলদেশে জল দাঁড়াইবার জন্য যে আইল বাঁধা আছে, উক্ত আইল সমস্ত ভাঙ্গিয়া জমী সমতল করিয়া দিবে, এবং ঐ আইলের ভাঙ্গা মাটী কতকগুলি লইয়া প্রত্যেক গাছের গোড়ায় এমন ভাবে হস্ত দ্বারা চাপিয়া দিতে হইবে যে, বর্ষার জল ঐস্থানে কোন মতে বসিতে না পারে।

মালী। আপনি যাহা যাহা অনুমতি করিলেন, সমস্তই ঠিক হইবে, তাহার জন্য কোন ভাবিত হইবেন না। কিন্তু একটী বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে যে, যে সকল গাছ উপস্থিত বসান হইয়াছে, তাহা পরিমাণ মত মাটীর ভিতর ডুবাইয়া বসান হইয়াছে কি না?

গুরু। হাঁ, আর একটু তুলিয়া (ভাসা ভাবে) বসাইতে পারিলে ভাল হইত, যাহা হউক উহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে না, আর যেন ঐরূপ না হয়।

শিষ্য। মালী যেরূপ প্রণালীতে যে কয়টী গাছ বসাইয়াছে, উহাতে ভবিষ্যতে কি কোন অনিষ্ট হইবে?

গুরু। ভবিষ্যতে অনিষ্টের কোন আশঙ্কা নাই, তবে উপস্থিত নূতন পাতা বাহির হইতে কিছু বিলম্ব হইবে, তাহাতে কিছু হানি হইবে না। জগদীশ্বরের কৃপায় গাছগুলি যেমন নির্ব্বিঘ্নে রোপণ করা হইল, তেমনি উহাদিগকে লালন পালন বা পাইট করিবার

নিয়ম যথারীতিতে শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। তুমি এ পর্য্যন্ত যত কলম চারা রোপণ করিয়াছ, রীতিমত পাইট করাতে সকল গুলিই জীবীত আছে, একটীও শুষ্ক কি মরে নাই। গাছ রোপণ করিলেই ফলোৎপন্ন হইবে, এ জ্ঞান সাধারণতঃ সকলেরই আছে, কিন্তু পালন-শিক্ষা অভাবে আশা পূর্ণ করিতে পারেন না, পরিশেষে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া গাছ ব্যবসায়ীদিগকে অযথা মন্দোক্তি করেন।

শিষ্য। যদি পাইট অভাবে গাছ সকল মরিয়া যায়, তাহা হইলে, রোপিত গাছের পাইট কিরূপে করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত করুন।

গুরু। এই বর্ষার সময় কোন রূপ পাইট করিবার আবশ্যক নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে দেখা উচিত যে, কোন গাছের গোড়ায় বা তাহার ৩।৪ ফিট নিকটে বর্ষার জল জমিয়া না থাকিতে পারে।

শিষ্য। বেশী বৃষ্টিপাত হইয়া গাছের গোড়ায় জল জমিয়া থাকিলে তাহাতে কি অপকার হয়?

গুরু। অল্পবয়স্ক গাছের মূলদেশে জল জমিয়া থাকিলে, নূতন শিকড় বাহির হয় না, এবং পুরাতন সিকড়ে পচা ধরিয়া গাছ নষ্ট হইতে পারে। আরও এক দোষ ঘটে এই যে, ভাদ্র মাসের চট্‌কা রৌদ্রের সময় ঐ সকল গাছের গোড়ার মাটী নরম থাকিলে, তাহাদিগের পাতা উত্তাপে শুষ্ক হইয়া যায়।

শিষ্য। আপনি আমাকে অনেক কথা এমন ভাবে বলেন যে, তাহা আমি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। অতএব "চট্‌কারৌদ্র" কিরূপ তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। ঐ রূপ অস্বাভাবিক তাহা কোন কার্য্য গতিকে নিঃসৃত হইয়া পড়ে। কথাটী মন্দ নয় বাপু, সংক্ষেপ কথা; উহার ভাবার্থ অতি সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

শিষ্য। যাহা হউক, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

গুরু। আচ্ছা, বিশেষ করিয়া বলিতেছি শ্রুত হও। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্র যেমন সমভাবে খরতর তেজে প্রকাশ পায়, ভাদ্র মাসে সেরূপ প্রকাশ হয় না; ক্ষণেক বৃষ্টি, ক্ষণেক রৌদ্র হয়। বৃষ্টির পরক্ষণেই যে রৌদ্রটুকু প্রকাশ হয়, তাহা বড়ই আদরের জিনিষ। কিন্তু কৃষিকার্য্যের পক্ষে চট্‌কারৌদ্র কতদূর উপকারক তাহা বলিতে পারি না, অনুভবে বোধ হয় যে, উদ্ভিজ্জাদি সম্বন্ধে অনিষ্ট কারক হইতে পারে। আর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্র অনেকের পক্ষে কষ্টকর হইলেও কিন্তু কোন বস্তু নষ্ট হয় না। আর দেখ, ভাদ্র মাসের চট্‌কা রৌদ্রে বাঁশের গাঁইট শুষ্ক হইয়া চট্ চট্ শব্দে ফাটিতে থাকে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা প্রভো। চট্‌কা রৌদ্রের বিবরণ শ্রুত হইয়া ভ্রম দূরীভূত হইল। এক্ষণে বর্ষা গত হইলে রোপিত গাছের পাইট কিরূপ সম্ভবে তাহাই শ্রোতব্য।

গুরু। বর্ষা অন্তে, শীতের প্রারম্ভে, কার্ত্তিক মাসে ঐ সমস্ত গাছের মূলদেশের মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে, তাহার চারিদিকে এক হস্ত পর্য্যন্ত নিড়ান বা সাবল দ্বারা মাটী খুড়িয়া সামান্য অন্তরে রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপরে ২।৩ বৎসরের পচা গোময় সার এবং পুরাতন পুষ্করিণী ঝাড়ান মাটী এই দুইয়েতে সমান অংশে মিশ্রিত করিয়া প্রখর সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক করা আবশ্যক। রীতিমত শুষ্ক হইলে, গাছের গোড়ায় দিয়া গর্ত্তগুলি ভরাট করা উচিত।

পরে উহার উপরে জল ব্যবহার করিতে হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখনও বলিতেছি যে, জল ব্যবহারের পর দিন ঐ গাছের গোড়ার মাটী নিড়ান বা খোন্তা দ্বারা খুঁচিয়া দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু মাটী বেশ শুষ্ক না হইলে পুনর্ব্বার জল দেওয়া উচিত নহে। এক্ষণে আর একটী কথা বলিয়া রাখি এই যে, যে কয়টী বিলাতী কুল গাছ রোপণ করা হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত যেন কোনরূপে রূপান্তর হইয়া অপ্রকৃত ফল প্রসব না করে। বাস্তবিক অনেকেই বিলাতী কুল গাছ রোপণ করিয়া ভবিষ্যতে তাহা হইতে দেশী কুল প্রাপ্ত হন।

শিষ্য। বিলাতী কুলগাছ রোপণ করিলে তাহা হইতে দেশী কুল উৎপন্ন হয়, এমন অসম্ভব কথা কখন শুনি নাই, অতএব উহার গুহ্য কথা প্রকাশ করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

গুরু। উহার গুহ্য কথা এই যে, বিলাতী কুলগাছ দুই প্রকার কলমে প্রস্তুত হইয়া থাকে, যথা,—এক প্রকার চোং কলম, একপ্রকার বডিং কলম, (অর্থাৎ চোক কলম), কিন্তু উভয় কলমই প্রথম হইতে দেশী কুল চারা হইতে করিতে হয়। একারণ গাছ রোপণ করিলেই দেশী কুল গাছের অংশটুকু নিয়ে আছে বলিয়াই উহা হইতে ক্রমাগত নূতন শাখা বাহির হয়, ঐ শাখা বলবান হইয়া বিলাতী শাখাটুকুকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

শিষ্য। সে কি প্রভো, তবে উপায় কি!

গুরু। উপায় আছে বই কি, অগ্রে জ্ঞাত হওয়া উচিত যে, প্রকৃত বিলাতী কুলের শাখা বাহির হইয়াছে কি না, যদি তাহা না হয়, তবে দৃষ্ট মাত্রই দেশী অংশের শাখা কাটিয়া ফেলা উচিত।

শুরু। কোন্‌টী বিলাতী ও কোন্‌টী দেশী কুলের শাখা কি প্রকারে চিনিতে পারা যাইবে?

গুরু। পূর্ব্বে জানা না থাকিলে হঠাৎ চিনিতে পারা যায় না, তবে ফল ধরিলে জানা যায়।

শিষ্য। তাহা ত বুঝিয়াছি, তবে প্রথমে যখন কচি কচি ডাল বাহির হইবে, তখন কিরূপে চিনিয়া কাটিয়া ফেলা যাইবে।

গুরু। হাঁ, তাহাই আমার কথার নিগূঢ় ভাবার্থ, ঐ কচি ডালগুলি চিনাই ত বিশেষ আবশ্যক। চিনিবার সহজ উপায় যাহা আছে, তাহা বলি শুন। মূল কলমের বিলাতী অংশ হইতে যে ডাল বাহির হয়, উহাতে সামান্য ১।২টী কাঁটা থাকে। আর নিম্নের দেশী অংশটুকু হইতে যে ডাল বাহির হয়, তাহাতে অধিক কাঁটা থাকে, এবং পাতা অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট হয়। আর এক সঙ্কেত,—যে স্থানে কলম বসান হইয়াছিল, সে স্থানটী অপেক্ষাকৃত মোটা ইষৎ গাঁইটের ন্যায় দৃষ্ট হইবে।

শিষ্য। যাহা হউক প্রভো, আপনার কৃষি-বিদ্যার জ্যোতিতে ভারত সমুজ্জ্বল; পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়া জগৎকে অম্লান বদনে শিক্ষা দিতেছে। নীতি শিক্ষা অপেক্ষা কৃষি শিক্ষা আদরের জিনিষ; হাজার আমি নীতিজ্ঞ হই, কিন্তু কৃষি-বিদ্যা অভাবে সমস্তই ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কৃষিতে ধর্ম্ম আছে, অর্থ আছে, আশার পূর্ণতা আছে, দারুণ জঠরানল নির্ব্বাণের উপায় আছে।

গুরু। হাঁ বাপু ভাবিয়া দেখিলে, কৃষি-বিদ্যাতে যে জগৎ রক্ষা হইতেছে, তাহা নিশ্চয়। এই দেখ, সামান্য বেগুনের চাষ

করিয়া কতশত লোক প্রতিপালন হইতেছে; সকল সময়েই বেগুনের আবাদ করিতে পারা যায়, ফলে খুব, লাভও অধিকাংশ হইয়া থাকে।

শিষ্য। বেগুনের চাষ এতই যদি হিতজনক, তবে এতদিন উল্লেখ করেন নাই কেন প্রভো!

গুরু। বাপুরে! যে সময়ে যে কথা উল্লেখ করিলে কার্য্যে পরিণত হইবে, সেই সময়ে সেই কথা উল্লেখ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এক্ষণে বেগুন আবাদের প্রশস্ত সময় বলিয়াই উল্লেখ করিতেছি।

শিষ্য। তবে বেগুন চাষের প্রণালী কিরূপ বলুন, কিছু চাষ করিতে ইচ্ছা করি।

সপ্তম অধ্যায়।

দেশী বেগুনের চাষ করিবার প্রণালী।

গুরু। দেশী বেগুন বঙ্গদেশে বহুল প্রচলিত। উহার চাষ করিলে, বেশ দশ টাকা লাভ হইয়া থাকে। আউস, আমন ও কুলি এই তিন প্রকার বেগুনের মধ্যে যাহা তোমার ইচ্ছা হয়, তাহারই আবাদ করিতে পার। রীতিমত চাষ করিতে পারিলে তিন প্রকারেই সমভাবে লাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। তবে আউসে বেগুনের আবাদ কিরূপে করিতে হয়, অগ্রে তাহাই ব্যক্ত করুন।

গুরু। আচ্ছা তাহাই বলি শ্রুত হও। আউসে বেগুন ৪।৭ রকম আছে, যথা,—মাকড়া, গোলা, কুঁদো, গাংনি, সরলা, নেকো, দুধে, গুড়ুমো ইত্যাদি।

শিষ্য। আপনি যে কয়েক প্রকার বেগুনের নাম উল্লেখ করিলেন, উহাদিগের গুণাগুণের প্রভেদ আছে কি ?

গুরু। গুণাগুণের প্রভেদ না থাকিলে নামের প্রভেদ হইবে কেন। বর্ণ ও আস্বাদন পৃথক্ আছে বলিয়াই, পৃথক্ পৃথক্ নাম দেওয়া হইয়াছে।

শিষ্য। নাম হইতে গুণ, কি গুণ হইতে নাম, তাহার কিছু নির্ণয় আছে কি না ?

গুরু। তাহা আলোচনা করিবার আমাদের আবশ্যক নাই। তবে মোটের উপর বলিতে পারি এই যে, কার্য্যগুণেই নাম হইতে পারে। যেমন শিক্ষার্থিগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে, কোন প্রকার উপাধি প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ কোন বস্তুর গুণ না দেখিলে উপযুক্ত নাম দেওয়া যায় না।

শিষ্য। পৃথিবীস্থ সকল বস্তুরই নাম ও গুণ আছে, তন্মধ্যে কৃষি সম্বন্ধীয় বস্তুরই নাম ও গুণ আমাদের পক্ষে সম্প্রতি আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে রাসয়নিক কথা উত্থাপিত করা অভিপ্রেত নহে। তবে প্রত্যক্ষ বস্তুর সহায়তা করিতে গেলে গুণেরও কথা কিছু কিছু উত্থাপন করিতে হয়। অতএব যাঁহাদিগের কর্ত্তৃক বস্তুর গুণ প্রকাশ হইয়াছে, তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করুন।

গুরু। হাঁ বাপু, মোটামুটি কথা আলোচনা করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়। রাসয়নিক পণ্ডিতগণ বস্তুবিচার করিয়া

গুণাগুণের প্রভেদ করিয়াছেন। বস্তুবিচার হইতেই গুণাগুণ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা অপ্রকৃত নহে। পুরাকালের কৃষক ও মুনিঋষিগণ কৃষিকার্য্য সাধন জন্য সততই চেষ্টিত থাকিতেন, ফলে কৃষিকার্য্যের সমধিক বিস্তার হইলে, প্রত্যেক বস্তুর গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া সকলকেই উপযুক্ত নাম দিয়াছেন ইহাই রাষ্ট্র।

শিষ্য। যাহা হউক, আপনি যে সমস্ত বেগুনের নাম উল্লেখ করিলেন, তৎসমস্তের অবয়ব ও বর্ণ কিরূপ ?

গুরু। প্রত্যেক বিষয় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে হইলে, অনেক সময় সাপেক্ষ। পরন্তু, বিশেষ আলোচ্য বিষয় হইলেও সময়ের অনুগামী হইতে হয়। যে বিষয়ই হউক না কেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতে হইলেই ২।৪টী কথা অতিরিক্ত না বলিলে, সহজে বুঝাইতে পারা যায় না। অতএব, তোমার ইচ্ছানুসারে বলিতেছি যে, যাহাকে মাকড়া বেগুন বলা যায়, তাহার চেহারা, সবুজবর্ণ ও মধ্যে মধ্যে সফেদ আভাযুক্ত, গোল, ওজনে প্রায় অর্দ্ধ সের হইয়া থাকে। আর গোলা বেগুন যাহাকে বলা যায়, তাহার চেহারা, কালোর উপর ঈষৎ লালের আভা আছে, আকার গোলের সহিত সামান্য লম্বা, ওজনে প্রায় অর্দ্ধ পোয়া। কুঁদো বেগুন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, ঈষৎ লম্বাকৃতি, আগাগোড়া সমান, ওজনে প্রায় অর্দ্ধ সের বা আড়াই পোয়া। গাংনির চেহারা, তরল সবুজবর্ণ, লম্বাকৃতি, ওজনে প্রায় দেড় পোয়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সয়লার চেহারা, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, লম্বাকৃতি, গায়ে ঈষৎ সোরু, ওজনে প্রায় এক পোয়া হয়। নেকোর চেহারা, গাঢ় সবুজবর্ণ, গোলাকার, দেখিতে সামান্য লম্বা, বোঁটার নীচে অল্প নাসিকার ন্যায় উচ্চ ভাব,

ওজনে প্রায় দেড় পোয়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। দুধের চেহারা, ঈষৎ সফেদ বর্ণ, গোলের উপরে সামান্য লম্বা ভাব, ওজনে প্রায় এক পোয়া হয়। শুড়্‌মোর চেহারা, গোলাপী রং, গোল, ওজনে অর্দ্ধ পোয়া। এই সমস্ত বেগুনের বীজ বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেই পাওয়া যায়, কিন্তু দক্ষিণ দেশের বীজ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। বেগুনের আবাদ সকল মৃত্তিকাতেই করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে দো-আঁশ বাউৎ মৃত্তিকাতে যেমন ভাল হয়, অন্য প্রকার মৃত্তিকাতে তত ভাল হয় না।

শিষ্য। দো-আঁশ মৃত্তিকার কথা অনেক সময় উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বাউৎ মৃত্তিকার কথা কখন উল্লেখ করেন নাই, সুতরাং বাউৎ মৃত্তিকা কিরূপ, ভালরূপ বুঝিতে না পারিয়া তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

গুরু। বাউৎ মৃত্তিকা অধিক কঠিনও নহে এবং অধিক হাল্কাও নহে। সকল সময়েই বাউৎ মৃত্তিকায় চাষ দেওয়া বা কোদাল দ্বারা কোপাইতে সহজ বোধ হয়। যে জমীতে এই সকল বেগুনের আবাদ করা সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা বারমেসে সুন জমী হইলে ভাল হয়; নিতান্ত যদি উহা না পাওয়া যায়, তবে কার্ত্তিক মাসে বেগুনের আবাদ জন্য জমী ভাঙ্গা উচিত।

শিষ্য। জমী-ভাঙ্গা কথার ভাব আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। যে জমী অধিক দিন হইতে, (অর্থাৎ বৎসরের অধিক) পতিত থাকে, তাহাতে প্রথম লাঙ্গল দ্বারা চাষ দেওয়া হইলে, তাহাকেই সাধারণে জমী ভাঙ্গা বলিয়া উল্লেখ করে। এই রূপে প্রথমে জমী ভাঙ্গিয়া, ২।৩বার চাষ দিয়া রাখিতে হয়। পরে, ঘাস জঙ্গল শুষ্ক হইলে, মাঘ মাসে ২।৩ বার চাষ দেওয়া আবশ্যক।

তৎপরে ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস প্রতি মাসে এক এক বার চাষ দিয়া জমী পরিষ্কার রাখা উচিত। বেগুনের আবাদ নিশ্চয় করা ধার্য্য হইলে, অগ্র হইতে বীজের তলা ফেলিয়া চারা তৈয়ারী করিয়া রাখিতে হয়।

শিষ্য। প্রভো! বেগুন বীজের তলা না ফেলিয়া এক-কালে ক্ষেত্রময় ছড়াইয়া দিলে তাহাতে কি চারা উৎপন্ন হয় না?

গুরু। যে কোন বীজ হউক না কেন, সময় মত মৃত্তিকাতে পতিত হইলেই অঙ্কুরিত হইয়া চারা উৎপাদন করে, এবং দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া ফলও প্রসব করিতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদ্ বিবেচনায় স্বতন্ত্র নিয়ম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে সমস্ত বীজ বপন করিয়া তাহার মধ্যে নিড়ান দ্বারা পাইট করা হয়, সেই সমস্ত বীজ নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে এককালে পরিমাণ মত বপন করিতে হয়। আর যেসমস্ত বীজ বপন করিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে কোদাল দ্বারা কোপাইয়া না দিলে সুবিধা হয় না, সেই সকল বীজ পৃথক্ হাপরে বপন করিয়া চারা প্রস্তুত করিতে হয়। তৎ-পরে নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে চারা রোপণ করা বিধি।

শিষ্য। ঐরূপে বীজের হাপরে চারা প্রস্তুত হইলে, বিঘা প্রতি কত চারা রোপণ করিতে পারা যায়?

গুরু। এক বিঘা জমীতে ১১০০ শত চারা রোপণ করিতে পারা যায়।

শিষ্য। ১১০০ এগার শত চারা তৈয়ারী করিতে হইলে, কত ভরি বীজের আবশ্যক হয়?

গুরু। প্রায় তিন ভরি বীজ।

শিষ্য। একটী হাপরে তিন তরি বীজের চারা প্রস্তুত করিতে পারা যায় কি না?

গুরু। পারা যায় না যে, তাহা নহে, তবে চারা তৈয়ারী করিবার জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়। যথা, প্রতি তরি বীজের জন্য ২॥ আড়াই হস্ত চৌড়া ও ৪ চারি হস্ত লম্বা এক একটী হাপর স্থান প্রস্তুত করিতে হয়। হাপর স্থান তৈয়ারী করিবার সময় মাটীতে কিছু ছাই মিশ্রিত করিয়া বীজ বপন করা বিধি।

শিষ্য। প্রভো! যেরূপে বেগুন চারার হাপর প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা আমি অবগত হইলাম; কিন্তু হাপরের মাটীতে যদি ছাই মিশ্রিত না করা হয়, তাহাতে কোন দোষ ঘটে কি?

গুরু। এ কথা পূর্ব্বে কোন সময় বলিয়াছিলাম, এক্ষণেও বলিতেছি যে, যে সকল বীজের শাঁসে সামান্য মিষ্ট রস আছে, তাহা পিপীলিকার ভক্ষ্য বস্তু; একারণ হাপরের মাটীতে ছাই মিশ্রিত করিয়া দিলে, পিপীলিকা প্রবেশ করিয়া বীজ সমস্ত নষ্ট করিতে পারে না। চৈত্র মাসে টানের সময় মাটীতে প্রায় রস থাকে না, সেই সময় হাপরের মাটীতে প্রাতে ২।৪ কলসী জল ঢালিয়া অপরাহ্নে কোদাল দ্বারা ভাসা ভাসা কোপাইয়া হস্তদ্বারা মাটী বেশ গুড়া করিয়া উহাতে ছাই মিশ্রিত করা উচিত। তৎপরে যো বুঝিয়া বীজগুলি বপন করা কর্ত্তব্য। যেমন বীজগুলি বপন করা হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহার উপর কিছু গুড়া মাটী ছড়াইয়া দিয়া সমস্ত বীজ ঢাকা দেওয়া উচিত; এবং বীজ সকল অঙ্কুরিত না হওয়া পর্য্যন্ত হাপর স্থানটুকু কোনরূপ লতা পাতা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া বিধি।

শিষ্য। প্রভো! কফির চারার হাপরে যেরূপ আচ্ছান করা হইয়াছিল, তদনুরূপ এই হাপরে আচ্ছাদন করিয়া দিতে হইবে কি?

গুরু। না বাপু, কফি কি অন্যান্য হাপরের আচ্ছাদনের ন্যায় বেগুন চারার হাপরে আচ্ছাদন সিদ্ধান্ত নহে; স্বতন্ত্র প্রণালীতে আচ্ছাদন করিয়া দিতে হয়। যথা,—ঐ হাপরক্ষেত্রের চারিদিকে ছোট ছোট, আন্দাজ অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ ২।৪খানা বাঁশ বা কোন কাষ্ঠের খুঁটির ন্যায় পুতিয়া উহার উপর ২।৪ খানি বাথারী বা কোন কাষ্ঠ সাজাইয়া তাহার উপর নারিকেল, খেজুর বা কলার পাতা বিছাইয়া অল্প দিনের জন্য ছায়া মাত্র করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ২।৩টী পাতা বাহির হইলেই আর আচ্ছাদনের আবশ্যক করে না।

শিষ্য। ঐরূপ আচ্ছাদন সহজেই করিয়া দিতে পারা যায়, কিন্তু উহাতে ত জল রক্ষা হইবে না!

গুরু। জল রক্ষা করিবার আবশ্যক নাই, কেবল রৌদ্র রক্ষা করিবার জন্য; কেননা বীজ বপনের হাপরের মাটী শুখাইয়া গেলে, বীজ সকল অঙ্কুরিত হইবে না। সুতরাং ঐরূপ আচ্ছাদনের ব্যবস্থা অযৌক্তিক নহে। হাপর ক্ষেত্রে যে দিনে বীজ বপন করা হইবে, সেই দিবস মাত্র বাদ দিয়া, প্রত্যহ অপরাহ্নে ও প্রাতে আবশ্যক মত দুইবার জল ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। প্রভো! অন্যান্য চারা প্রস্তুত করিতে হইলে, হাপর-ক্ষেত্রে দুইবার জল ব্যবহার করা উচিত নহে, কিন্তু বেগুন চারার হাপরে উক্ত নিয়ম ব্যবস্থাপিত হইল কেন?

গুরু। বেগুন চাষার হাপর-ক্ষেত্রে দুইবার জল ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার কারণ এই যে, যে সময় বেগুনের জলা ফেলা হয়, সে সময় প্রায়ই বৃষ্টি হয় না; সূর্য্যোত্তাপ দ্বিগুণতর বাড়িয়া মাটী শীঘ্র শুষ্ক করিয়া ফেলে।

শিষ্য। তবে হাপরের আচ্ছাদন শীঘ্র খুলিয়া দিবার আবশ্যক কি?

গুরু। আচ্ছাদন শীঘ্র খুলিয়া না দিলে, পরিণামের আশা অনেকাংশে পরিত্যাগ করিতে হয়। কারণ, বেগুনের বীজে, কি চারায় কি বড় বড় গাছে পিপীলিকা ধরিয়া দৌরাত্ম্য করিতে ত্রুটি করে না, তাহার উপর ছায়াযুক্ত শীতল স্থান পাইলে, নির্ব্বিঘ্নে হাপর-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারে।

শিষ্য। নিতান্তই যদি পিপীলিকার উৎপাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব উল্লেখিত নিয়মানুসারে প্রতিকার করা যাইতে পারে ত?

গুরু। হাঁ, তাহাই বই কি! কিন্তু এ সময় এ অবস্থায় পিপীলিকার দৌরাত্ম্য বড় বেশী হইবার আশঙ্কা নাই, তবে প্রাতঃকালে কি অপরাহ্নে ২।৪টী যদি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অন্যান্য আয়োজন বড় বেশী না করিয়া কেবল হরিদ্রাজল ছিটাইয়া দিলে, সহজেই দূরীভূত হইয়া যাইতে পারে। তৎপরে বৈশাখ মাহার প্রথমে চারাগুলির ৫।৬টী পাতা দৃষ্ট হইলে, রোপণ করিবার জন্য, পূর্ব্বে যে জমীতে চাষ দিয়া রাখা হইয়াছে, সেই জমীতে পুনঃ একবার পাতলা পাতলা চাষ দিয়া এক পালা কি দুই পালা মৈই দেওয়া উচিত। তৎপরে ঐ জমীর চালু বানাইয়া ঐ চালুদিকে লম্বা দড়ি ফেলিয়া আড়াই হস্ত অন্তর

অন্তর ফকির ডাড়ার ন্যায় ডাড়া প্রস্তুত করিয়া, অনুমান করা উচিত যে, আকাশের বৃষ্টি শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা আছে কি না। যদি বৃষ্টিপাতের কোনরূপ সূচনা পাওয়া যায়, তাহা হইলে বৃষ্টিপাতের সময় কাল পর্য্যন্ত ক্ষান্ত থাকিয়া, যে দিনে বৃষ্টি হইবে, সেই দিনে বৃষ্টির পরেই ঐ উভয় ডাড়ার মধ্যস্থিত লোল জমীতে আড়াই হস্ত অন্তর অন্তর এক একটী চারা রোপণ করা বিধি। আর ৫।৭।১০ দিনের মধ্যে বৃষ্টিপাতের কোন সম্ভাবনা নাই, এবং চারা রোপণের সময় বহির্ভূত হইয়া যায়, এমন বুঝিলে, নিতান্ত পক্ষে ঐ শুষ্ক জমীতে ২॥ আড়াই হস্ত অন্তর অন্তর নিড়ান দ্বারা একটু একটু খুবী কাটিয়া, তাহাতে আবশ্যকমত জল ঢালিয়া এক একটী চারা রোপণ করা যাইতে পারে। চারা রোপণ করা হইলেও ২।১ দিনের মধ্যে যদি বৃষ্টি না হয়, অগত্যা প্রত্যহ অপরাহ্ণে একটু একটু জিউনি জল ব্যবহার করিয়া চারাগুলিকে জীবীত রাখা আবশ্যক।

শিষ্য। বৃষ্টির পরক্ষণেই যদি বেগুন চারা রোপণ করা হয়, তাহা হইলে জিউনি জল ব্যবহার করিতে হয় কি না?

গুরু। না বাপু, বৃষ্টির পর জিউনি জল ব্যবহার করিবার আবশ্যক নাই।

শিষ্য। তবে প্রভো, বৃষ্টির পরেই চারা রোপণ করা সর্ব্বতোভাবে ভাল, বৃষ্টির পূর্ব্বে বৃথা বেশী মজুর খরচ করিয়া চারা রোপণ করিবার আবশ্যক কি?

গুরু। বৃষ্টিপাতের অপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া চারা রোপণ করিতে হয়, তাহার বিশেষ কারণ এই যে, যে সকল উদ্ভিদের চারা পৃথক স্থানে তৈয়ারী করিয়া পরে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়,

সেই সকল চারাকে বীজবপনের দিন হইতে দেড় মাসের মধ্যে স্থানান্তরিত না করিলে (অর্থাৎ হাপরে যেরূপ ছিল, সেইরূপ রাখিলে) ঐ চারার সিকড় ক্রমশঃ আয়তনে মোটা হইয়া পড়ে, পরক্ষে ঐ সিকড় সামান্য কাটিয়া রোপণ করিলে অধিকাংশ চারা "খুবীপোড়ো" হয়।

শিষ্য। যাহা হউক প্রভো! আপনি ধন্য! আপনার সংক্ষেপ কথার ভাবার্থ অতি পরিপাটি; খুবীপোড়ো যে কথাটী প্রয়োগ করিলেন, অবশ্যই উহার কোন নিগূঢ় অর্থ আছে, অতএব বিরক্তিকর জ্ঞান না করিয়া পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া বলুন, কারণ উক্ত কথা এ পর্য্যন্ত কোন সময়ই আপনার শ্রীমুখাৎ শ্রুত হই নাই।

গুরু। খুবীপোড়ো কথার ভাবার্থ বুঝাইয়া বলিতে হইলে "ধান ভান্তে শিবের গীত আসিয়া পড়ে" কারণ, মনে কর, পরস্পরে কোন বাক্যালাপ করিতে করিতে কোন সূত্রে যদি "মরা" কথা আসিয়া পড়ে, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্বরণ করিয়া "ঈশ্বর না করুন" এই কথা ব্যবহার না করিলে, যেমন মূঢ়োক্তি হয়, তদ্রূপ কৃষকের সহিত কৃষি সম্বন্ধীয় বাক্যালাপ করিতে করিতে "চারা মরিবে" এই কথা প্রয়োগ করিলে, স্ফুলিঙ্গের ন্যায় দারুণ শোকের উত্তপ্ত কণা তাহাদিগের মর্ম্মান্তিকে স্পর্শ করে। তজ্জন্যই "চারা মরিয়া যাইবে" ইহা না বলিয়া খুবীপোড়ো হইবে বলিলেই চুকিয়া যাইতে পারে। আর বেগুন চারা বেশীদিন হাপরে রাখিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিলে গাছ কিছু বৃদ্ধি কম হয়, এবং বেশী দিন জীবীত থাকার পক্ষে সম্ভাবনা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ বেশী বয়স্ক চারা ক্ষেত্রে

রোপণ করিলে গাছ সকল কিছুকাল বিলম্বে ফলবতী হয়, এবং ফল রীতিমত না বাড়িয়া অপেক্ষাকৃত কিছু ছোট হইয়া থাকে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা প্রভো, আপনার কথার তাবার্থ বুঝিতে পারিয়াছি। অর্থাৎ যে কোন উদ্ভিদ হউক না কেন, নিয়ম কাল বহির্ভূত না করিয়া যথাসময়ে রোপণ করিলে ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না।

গুরু। হাঁ বাপু, বুঝিতে পারিলে ত ? দেখ, সাবধান হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিও। অহো ! আর একটী কথা বিস্মরণ হইয়াছি বাপু।

শিষ্য। কি কথা প্রভো ?

গুরু। কথা এই যে, বেগুনচারা হাপর হইতে উত্তোলন করিবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে, ঐ হাপর ক্ষেত্রে সাবধান পূর্ব্বক জল দিয়া মাটী আর্দ্র করিতে হইবে।

শিষ্য। যদি কোন কৃষক ভ্রম বশতঃ হাপরে জল না দিয়া হঠাৎ উত্তোলন করিয়া ফেলে, তাহাতে কি কোন দোষ হয় ?

গুরু। ঐ কথা অনেক সময় উল্লেখ করিয়াছি, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ বাপু ! যে কোন চারা হউক না কেন, হাপরক্ষেত্র হইতে চারা উত্তোলন করিবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহাতে জল দিয়া না তুলিলে, কচি সিকড় ছিন্ন হইয়া যায়, তৎকারণে চারা সকল শুষ্ক হইয়া মরিয়া যাইতে পারে। অতএব উক্ত নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক চারা গুলি উত্তোলন করিয়া উহার মূলদেশ, জলে ধৌত করা আবশ্যক ; তৎপরে রোপণ করিবার পুর্ব্বে কোন একখানি শাণিত অস্ত্র দ্বারা ঐ সমস্ত

চারার সিকড় সাবধান পূর্ব্বক ছাঁটিয়া (সামান্ত জলে একটু গোবর গুলিয়া) চারাগুলির মূলদেশে উত্তমরূপে মাখাইয়া রোপণ করা বিধি।

শিষ্য। প্রভো! পূর্ব্বে আমি যে সকল আবাদের বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি, তাহাদিগের সহিত বেগুন চাষের অনেক বিষয়েই প্রভেদ আছে বুঝিতে পারিলাম।

গুরু। হাঁ বাপু, বিদেশীয় আবাদের সহিত দেশীয় আবাদের অনেক বিষয়েই পার্থক্য আছে।

শিষ্য। আপনি যে বলিলেন, বেগুন চারার মূলদেশ অল্প অল্প ছাঁটিয়া রোপণ করিতে হয়, তাহাতে কি কোন উপকার পাওয়া যায়?

গুরু। উপকার পাওয়া যায় বই কি। প্রথমতঃ এই এক উপকার,—লম্বা মূল সিকড়ের অগ্রভাগ সামান্ত কাটিয়া রোপণ করিলে চারাগুলি শীঘ্রই মাটীর সহিত সংলগ্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ আর এক উপকার, মূলদেশের সিকড়গুলি ছাঁটিয়া রোপণ করিলে, চারাগুলি শীঘ্র শীঘ্রই অঙ্গ-সৌষ্ঠব ও ফলবতী হয়। এই রূপে রোপণের পূর্ব্বে ২।১টী প্রকরণ করিয়া এক সপ্তাহ পরে, (চারা সমস্ত জমীর সহিত বেশ সংলগ্ন হইয়াছে, এমত বোধ হইলে) গোল জমী সমস্ত নিড়ান দ্বারা ২ অঙ্গুলী গভীরে খুসিয়া দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। প্রভো! চারাগুলি মাটীর সহিত রীতিমত সংলগ্ন হইয়াছে কি না, তাহা কিরূপে জানা যাইবে?

গুরু। বেগুনচারা মাটীর সহিত সংলগ্ন হইলে, তাহার পুরাতন পত্র সমস্ত ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ হইয়া একএকটী করিয়া ঝরিয়া

যায়। এবং ঐ সময় নূতন ২।১টী পাতা বাহির হইতে থাকে। তৎপরে লোলজমী সমস্ত খুচিয়া দেওয়ায় ২।৩ দিন পরে, যদি বৃষ্টিপাত না হয়, তাহা হইলে সিউনি দ্বারা জল সিঞ্চন করা আবশ্যক। এই জল সিঞ্চনের পরে মাটী বেশ শুষ্ক হইলে ঐ লোল জমী সমস্ত কোদাল দ্বারা ভাসা ভাসা (অর্থাৎ ৫।৬ অঙ্গুলী গভীরে) সাবধান পূর্ব্বক কোপাইয়া উভয় পার্শ্বে যে ডাঁড়া বাধা থাকিবে, ঐ ডাঁড়ার গাত্র হইতে সামান্য পরিমাণে কিছু মাটী কোদাল দ্বারা টানিয়া সমস্ত চারার মূলদেশে এবং সমস্ত লোল জমী ৫।৭ অঙ্গুলী উচ্চে ভরাট করা উচিত। তৎপরে ১০।১৫ দিনের মধ্যে যদি বৃষ্টি না হয়, তবে পুনর্ব্বার আর একবার জল সিঞ্চন করিতে হইবে। এই জল সিঞ্চন করাই হউক, কিম্বা বৃষ্টি পাতই হউক, ইহার ২।৩ দিন পরে, আর একবার কোদাল দ্বারা ঐ লোলজমী সমস্ত কোপাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় উভয় পার্শ্বের ডাঁড়ার মাটী কতক অংশ ছাঁটিয়া, ঐ লোল জমী সমস্ত (উহার উপর) আরও ৭।৮ অঙ্গুলী উচ্চে ভরাট করা উচিত। এই রূপ ভরাট করা হইলে ২০।২৫ দিন পরে, আর একবার জল সিঞ্চন করা বিধি; কিন্তু বৃষ্টিপাত হইলে আবশ্যক করে না। বাস্তবিক এই সময় যদি আর একবার জল পায়, তাহা হইলে, গাছ সকল হাঁড়া লইয়া কার্য্যে পরিণত হইবার উপক্রম হয়। তৎপরে ২০।২৫ দিন অন্তে পুনর্ব্বার ঐ ক্ষেত্রের লোল জমী সমস্ত কোদাল দ্বারা কোপাইয়া উক্ত ডাঁড়ার মাটী সমস্ত কাটিয়া লইয়া গাছের গোড়ায় দেওয়া বিধি; এবং ঐ মাটী দেওয়ার পরক্ষণেই হস্ত দ্বারা বেশ সমান করিয়া যদি ঘাস জঙ্গল থাকে, তাহা নিড়াইয়া পরিষ্কার করা উচিত। আর এক

কথা,—এই সময় হইতে একটু সতর্ক হওয়া উচিত; যেন বেগুন গাছে পিপীলিকা ধরিয়া নষ্ট করিতে না পারে।

শিষ্য। ঐ সময় কেন প্রভো! অপর সময়ও ত ধরিতে পারে!

গুরু। হাঁ, সকল সময়ই বেগুন ক্ষেত্রে পিপীলিকার বাসস্থান হইবার সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু কোন সময় কম হয়, কোন সময় বেশী হয়; বিশেষ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে, প্রখর সূর্য্যোত্তাপের সময় ছায়াযুক্ত স্থানে পিপীলিকার বাসস্থান হইয়া থাকে। আর আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই কয় মাস বর্ষার সময় সকল স্থানেই পিপীলিকার বাসা হয়। বিশেষ বেগুন ক্ষেত্রে এই সময় বড়ই উৎপাত করিয়া থাকে। একে পিপীলিকার উৎপাত আছেই ত, তাহার উপর আবার জোয়া নামক এক প্রকার পোকার উপদ্রব হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! পিপীলিকা নিবারণের উপায় অনেক বার অনেক রকম শ্রুত হইয়াছি, কিন্তু জোয়া নামক পোকার কথা শুনিয়া বড়ই শঙ্কিত হইলাম।

গুরু। ভয় কি বাপু! যখন নানা প্রকার রোগের সৃজন হইয়াছে, তখন তদুপযুক্ত ঔষধেরও সৃজন হইয়াছে, তাহার জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই, জোয়া পোকা নিবারণের উপায় বলিয়া দিতেছি। জোয়াপোকা, ছোট ছোট শ্বেতবর্ণ পোকা বেগুন গাছের গাত্রে উঠিয়া মূল শাখায় এক একটী ছিদ্র করতঃ ভিতরে প্রবেশ করে, এবং কচি শাঁসটুকু ভক্ষণ করিয়া তাহাতে দিব্য বাসস্থান নির্ম্মাইয়া ডিম্ব প্রসব করে, পরে ঐ ডিম্বে বাচ্চা জন্মাইয়া ক্ষেত্রময় ছড়াইয়া পড়ে; স্বাভাবিক

কার্য্যের বশীভূত হইয়া সমস্ত বেগুন গাছের অনিষ্ট করণ জন্য পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ছিদ্র করিতে করিতে ১০।১৫ দিনের মধ্যে বেগুন গাছ সমূহ একবারে কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে।

শিষ্য। প্রভো! জোয়া পোকা বেগুন গাছের পক্ষে পরম শত্রু বলিয়া জানিতে পারিলাম। হায়! জগদীশ্বরের অনন্ত মহিমায় অলৌকিক প্রভায় পরিদৃশ্যমান অটল জগৎ আলোকিত হইতেছে, প্রকৃতির সুশীতল শান্তিচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া বাক্যালাপে কতই নব নব ভাবের উদ্ভাবন করিতেছি; কীট পতঙ্গ উদ্ভিজ্জাদিতে বিমল আনন্দকর কতই কারুকার্য্য পরিলক্ষিত হইতেছে; যেখানে কিছুই দৃশ্যমান হয় না, তাহাই উৎপত্তির স্থান, সেই উৎপত্তির স্থানের রক্ষক কে?—মৈত্র, সেই মৈত্র কোথায় দেখিতে পাওয়া যায় না?—ঊর্দ্ধে নাই, পাতালে নাই, বামে নাই, দক্ষিণে নাই, পশ্চাতে নাই, অগ্রে নাই, তবে কোথায় আছে? যেখানে আছে, সেখানে শত্রুর আধিপত্য আছে। সেই শত্রুর শত্রুতা নিবারণের জন্য মৈত্রের আবির্ভাব হয়। অতএব এই বেগুন গাছে জোয়া নামক পোকা শত্রু রূপে আধিপত্য করিলে, মৈত্রের কার্য্য কিরূপে সম্পাদন হইবে?

গুরু। হায় আমার অদৃষ্ট! আকাশ পাতাল ভাবের কথা উল্লেখ করিতেছ যে! শত্রু ধ্বংস করিতে কি বন্ধুতে পারে বাপু! শত্রুর উপর দ্বিতীয় শত্রু হইতে হয়। মনে কর, যে সময় উক্ত জোয়া পোকা বেগুন গাছের অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইবে, সেই সময় তাহাদের উপর দ্বিতীয় শত্রু না হইলে, কোন রূপেই বেগুন গাছ রক্ষা করিতে পারা যায় না। অতএব শত্রুর

শক্রতা নিবারণার্থ নানা প্রকার কৌশল শিখিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

শিষ্য। তবে যেরূপ কৌশলে জোয়া পোকার উপদ্রব নিবারণ হইতে পারে, তাহা ব্যক্ত করিয়া শিক্ষা দিউন।

গুরু। হাঁ, অবশ্যই শিক্ষা দিব বই কি। জোয়া পোকা বেগুন গাছের অগ্রভাগের শাখায় ছিদ্র করিতে প্রবৃত্ত হইলে সহজেই জানিতে পারা যায়। উহারা বেগুন গাছের যে শাখাটীতে ছিদ্র করিয়া সার খাইয়া ফেলিবে, সেই শাখাটীর পত্র সূর্য্যোত্তাপে নত হইয়া পড়ে; বেলা ১১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত সমস্ত বেগুন গাছের প্রতি দৃষ্টি করিলে, স্পষ্টই ঐ রূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যে পাতাটী নত হইয়া পড়িবে, তাহাতে জোয়া পোকা নিশ্চয়ই থাকিবে, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব যে স্থানে ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যাইবে, ঐ ছিদ্রের নিম্ন ভাগে গাঁইটের উপর হইতে ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া ডালগুলি ক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরে ফেলিয়া দেওয়া উচিত। কারণ, অধিক দূরে শাখা সহিত পোকাগুলি ফেলিয়া আসিলে পুনর্ব্বার দৌরাত্ম্যের আশঙ্কা থাকিবে না।

শিষ্য। প্রভো! কৃষকেরা প্রকৃত নিয়মের বিপরীত করিয়া উক্ত শাখা সমস্ত যদি ক্ষেত্রেই ফেলিয়া রাখে, সে সময় উপস্থিত উপায় কি করা যাইবে?

গুরু। নিতান্ত ঐ রূপ ঘটিলে, সমস্ত শাখা একত্রিত করিয়া মাটিতে অলক্ষিত ভাবে প্রোথিত করা উচিত।

শিষ্য। জোয়া পোকা নিবারণের কৌশল জ্ঞাত হইয়া প্রীতি লাভ করিলাম, কিন্তু যে দিবস রৌদ্র প্রকাশ হইবে না

(যা অল্প অল্প প্রকাশ হইবে,) সে দিবসের উপায় কি প্রভো?

গুরু। হাঁ বাপু, এ কথা বলিতে পার বটে, কিন্তু সূর্য্যোত্তাপেই যে, শাখাটী নত হইয়া পড়িবে, তাহা নহে, উহার অভ্যন্তরে ক্ষত হইলেই যেরূপ সময় হউক না কেন, নত হইয়া পড়িবেই। জোয়াপোকা মূলশাখায় ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতরে এমন ভাবে বাস করে যে, তাহা সহজে জানিতে পারা যায় না; তবে উহাতে ছিদ্র করিয়া ভিতরের সার কাটিয়া ফেলিলে, শাখাটী পত্র সহিত তৎক্ষণাৎ নত হইয়া পড়ে। অতএব সূর্য্যোত্তাপ বেশীই হউক, আর কমই হউক, ঐ রূপ অবস্থা উপস্থিত হইলেই শাখাটী অবশ্যই নত হইবে; নতুবা সূর্য্যোত্তাপজনিত নত হয় না; তবে রৌদ্র লাগিলে বেশী পরিমাণে নত হয়।

শিষ্য। প্রভো! জোয়া পোকা দ্বারা যদি বেগুন গাছের এতই অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে, চারা রোপণকাল পর্য্যন্ত নিয়তই সতর্ক হওয়া উচিত ত!

গুরু। হাঁ বাপু, সতর্ক থাকা চাই বই কি! তবে, জোয়া পোকা দ্বারা অনিষ্ট হইলে, আশু ক্ষতি বোধ মনে হয় কিন্তু অগ্রভাগের শাখাটী কাটিয়া ফেলাতে ভবিষ্যতে কোন হানি হয় না।

শিষ্য। বেগুন গাছের অগ্রভাগের মূল শাখা কাটা পড়িলে ভবিষ্যতে কোন হানি হইবে না, এ কথা সম্ভব পর হয় না, কারণ, উক্ত ক্ষত প্রযুক্ত ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া গাছ সকল অবশ্যই মরিয়া যাইতে পারে।

গুরু। হাঁ, চারা গাছের অঙ্গে আঘাত লাগিলে বিশেষ হানি হয়, এবং কোন কোন গাছ মরিয়াও যাইতে পারে, কিন্তু

বেগুনগাছের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন শাখায় ব্যাঘাত ঘটিলে ক্ষতি হয় না, বরং ঐ ক্ষত স্থান হইতে ক্রমশঃ ২।৩টী শাখা বাহির হইয়া থাকে, তবে, উপস্থিত সময়ে ফুল সহিত শাখাটী কাটা পড়িলে নিতান্ত দুঃখিত হইতে হয়।

শিষ্য। আপনার বাক্যানুসারে বোধ হইতেছে যে, বেগুন ফুল অতি আদরের জিনিষ; শাখাটী নষ্ট হইলে ফুলটী নষ্ট হইয়া বিশেষ ক্ষতি হইবে, ইহাই নিশ্চয়। তাই আমি বলি যে, বেগুন ফুল কি বৃথা নষ্ট হয় না? সমস্ত ফুলেই কি ফল ধরিয়া থাকে?

গুরু। হাঁ বাপু বেগুন ফুল প্রায়ই বৃথা নষ্ট হয় না, বিশেষ মূল ডগায় যত ফুল ধরে, প্রায় সমস্ত গুলিই ফলোৎপাদন করে, তবে যে গুলি প্রস্ফুটিত অবস্থায় বেশী পরিমাণ বর্ষার জল ভোগ করে, তাহাদের মধু ধৌত হইয়া যায়, একারণ কতক ফুল শুখাইয়া বিফল হয়, নতুবা বেগুনফুল প্রায়ই বৃথা নষ্ট হইতে দেখা যায় না। যাহা হউক, বেগুন গাছ প্রথমে যখন ফুলোন্মুখী হইবে, সেই সময় একবার জল সিঞ্চন করা নিতান্ত আবশ্যক, যদি আকাশের জল পতিত হয়, তাহা হইলে সিঞ্চন করিবার আবশ্যক নাই। এই রূপে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ, এই তিন মাস যথানিয়মে বেগুন গাছে জল ব্যবহার করিয়া তৎপরে বন্ধ রাখিতে হয়। আর এক কথা,—বর্ষার সময় বেগুন ক্ষেত্রে জল জমিয়া থাকিলে, তাহা কোন প্রকারে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ, বেশী দিন ক্ষেত্রে জল জমিয়া থাকিলে, পাইট করিবার পক্ষে বড়ই অসুবিধা হয়।

শিষ্য। প্রভো! বেগুনফুলে ফল কত দিন পরে উৎপন্ন হয়?

গুরু। ফুলগুলি বিকসিত হইয়া কিছু দিন বায়ু, শিশির ও রৌদ্র ভোগ করিতে পারিলেই ফলোৎপন্ন হয়।

শিষ্য। ফলোৎপন্ন হইলে খাদ্যোপযোগী কত দিনে হইবে ?

গুরু। তাহার কোন নিরূপণ নাই ; কারণ, যে সকল ফল পক্কতা অবস্থায় ব্যবহার করা যায়, তাহাদিগের এক একটী সময় অবশ্যই নির্দ্ধারিত আছে, আর যে সকল ফল কাঁচা বা কচি হইতে ব্যবহার করা যায়, তাহাদিগের সময় ঠিক থাকে না। অতএব বেগুন সম্বন্ধে ব্যবহারের নিয়ম স্বতন্ত্র ; বারমাস সমভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে, যে সময়ই হউক না কেন, ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না। মূলা ক্ষেত্রে গিয়া মূলাটী উত্তোলন করিলে যেমন দ্বিতীয় আশায় বঞ্চিত হইতে হয়, বেগুন গাছের বেগুন তুলিলে তদ্রূপ দ্বিতীয় আশায় নৈরাশ হইতে হয় না ; বরং আশা বৃদ্ধি হইতে পারে।

শিষ্য। উহার কারণ কি প্রভো ?

গুরু। কারণ এই যে, কতকগুলি ফল এমন আছে যে, তাহাদিগকে যতই শীঘ্র শীঘ্র উত্তোলন করা যাইবে, ততই বেশী পরিমাণে ফল ধরিতে থাকিবে। যথা,—বেগুন, পেপে, নারিকেল, পটল, উচ্ছে, সিম, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি। ফলকথা, রীতিমত ব্যবহার্য্য বেগুন প্রথম হইতে ৬।৭ মাস পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে, তৎপরে তত অধিক উৎকৃষ্ট বেগুন পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া যায়, তাহা উত্তমও নহে নিতান্ত অব্যবহার্য্যও নহে। গাছ সকল রীতিমত সতেজিত হইয়া যে মাসেই হউক না কেন, ফুলের নিম্নে জালি দৃষ্ট হইবার দিন হইতে ৮০ দিন পর্য্যন্ত ব্যঞ্জনে ব্যবহার করিতে পারা যায়, তৎপরে

নিতান্ত অখাদ্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় মাসে ফুলের নিম্নে জালি বেগুন দৃষ্ট হওয়ার দিন হইতে ৩০ দিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারা যায়। তৃতীয় মাসে যে বেগুন উৎপন্ন হয়, তাহা জালি দৃষ্ট হওয়া দিন হইতে ২৫ দিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারা যায়। চতুর্থ মাসে যে বেগুন উৎপন্ন হয়, তাহাকে উক্ত সময় হইতে ২০ দিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারা যায়। পঞ্চম মাসে যে বেগুন উৎপন্ন হয়, উল্লেখিত সময় হইতে ১৫ দিন পর্য্যন্ত ব্যবাহার করিতে পারা যায়। আর ষষ্ঠ মাসে যে বেগুন উৎপন্ন হয়, তাহা উক্ত সময় হইতে ১০ দিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারা যায়। আর সপ্তম মাসে যে বেগুন জন্মে, তাহা ঐ সময় হইতে ৮।৯ দিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারা যায়।

শিষ্য। এত অগ্র পশ্চাৎ নিয়ম হইল কেন?

গুরু। কেবল বেগুনের পক্ষেই যে উক্ত নিয়ম ব্যক্ত করিতেছি তাহা নহে,—অনেক ফল ফুলের গাছ উক্ত রূপ নিয়মের বশীভূত; অর্থাৎ যে সকল গাছ চিরস্থায়ী নহে, তাহাদিগেরই ফল ব্যবহারের নিয়ম ঐ রূপ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বিশেষ কথা এই যে, বেগুন কি অন্যান্য গাছের উথিত সময়ে যে ফল হয়, তাহা শীঘ্র পক্ক হয় না, গাছের বয়ঃ বৃদ্ধি হইলে ফলের অল্প আয়ু হইয়া থাকে। আর একথা, বেগুন গাছ ফলবান হইলেই, অনেক কৃষক বা গৃহস্থ নিত্য বেগুন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হয়েন, এবং আর পাইট করিবার আবশ্যক নাই, এইরূপ বিবেচনায় ক্ষেত্রের পাইট কার্য্য বন্ধ করিয়া ফেলেন, সুতরাং কিছু দিন পরে তাহাতে অতিশয় ঘাস জঙ্গল উৎপন্ন হয়। সেই জন্য সতর্ক করিতেছি যে, বেগুন গাছ ফলবান হইলেও, বেশ যত্ন

পূর্ব্বক এক একটী করিয়া সমস্ত ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া উচিত; এবং মধ্যে মধ্যে (অর্থাৎ ১০।১২ দিন অন্তে) এক এক বার ঐ ক্ষেত্রে যে সমস্ত শুষ্ক বেগুন পত্র পতিত থাকিবে, কোন রূপ কাঠি দ্বারা সমস্তগুলি একত্রিত করিয়া ক্ষেত্র হইতে বহির্দ্দেশে নিক্ষেপ করা উচিত।

শিষ্য। প্রভো! কথিত দুইটী কার্য্য করিতে কেহ যদি বিস্মরণ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কি কোন দোষ ঘটে?

গুরু। ঐ সময় ক্ষেত্রে ঘাস থাকিলে, বেগুনে পোকা ধরিয়া কাণা করে। আর শুষ্ক পত্র পতিত থাকিলে, তাহাতে কাঁটা থাকা প্রযুক্ত ভেকেরা তাহার উপর দিয়া লাফাইয়া গমনাগমন করিতে পারে না; এ কারণ, বেগুন গাছের উপরের উপরে লাফাইয়া যাতায়াত করিলে সমস্ত বেগুন পরিমাণে ছোট হইয়া পড়ে। এ দিকে পরিমাণে যেমন ছোট হয়, ভিতরে বিচিও আবার অপেক্ষাকৃত বেশী জন্মায়।

শিষ্য। এই সমস্ত বিষয় কৃষকেরা কি অবগত নহে?

গুরু। হাঁ, কোন কোন কৃষক অবগত আছে বই কি। শিক্ষিত কৃষকেরা নিজে হইতেই অনেক কৌশল উদ্ভাবন করিয়া কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। এবং কোন কোন কৃষককে অপরের কার্য্য দেখিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। বাস্তবিক আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিবার সময় কোন কোন কৃষককে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। সকল প্রদেশেই ভাল ভাল কৃষক আছে; কিন্তু তাহারা মোটামুটি কার্য্যটাই ভাল রকম বুঝিয়া থাকে, কিন্তু দক্ষিণ প্রদেশের কোন কোন গ্রামের কৃষকগণ সকল প্রকার কৃষি-কার্য্যের যেরূপ সুকৌশল জানে, অন্য স্থানের

কৃষকেরা তদ্রূপ জানে না ; তাহারা মনের মত জমী পাইলে বিশেষ আগ্রহ সহকারে জমীদারের নিকট অধিক খাজানা ধার্য্য করিয়া লইতে সঙ্কুচিত হয় না। এমন কি, বিঘা প্রতি ৮৲ টাকা হইতে ১৬৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতেও স্বীকৃত হয়। তাহাদিগের কৃষি বিদ্যাতে যেরূপ দক্ষতা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা বর্ণনা করিতে হইলে, বৃহৎ একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়া পড়ে।

শিষ্য। বলেন কি প্রভো! দক্ষিণ প্রদেশের কৃষকগণ কৃষিবিদ্যাতে যদি এতই পারদর্শী হয়, তবে তাহারা ভারতবর্ষীয় অন্যান্য কৃষকগণকে কোন প্রকারে শিক্ষা প্রদান করে না কেন?

গুরু। দক্ষিণ প্রদেশের কৃষকগণ কৃষিকার্য্য সাধন জন্য নিজ নিজ মস্তিষ্ক হইতে নানা প্রকার সুকৌশল উদ্ভাবন করিয়া থাকে, কিন্তু অন্যকে শিক্ষা দিতে সক্ষম হয় না, নিজে নিজে যাহা ভাল বুঝে, সেইরূপ প্রণালীতে কার্য্য সাধন করে ; কারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে কার্য্যই হউক না কেন, লেখাপড়া ব্যতীত কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলরূপে নিষ্পন্ন হয় না ; এবং অন্যকে শিক্ষা দিতে হইলে, ইচ্ছা সত্ত্বেও বুক ফাটে ত মুখ ফুটে না, মনের কথা মনেই লয় হইয়া যায়। তাই একটা কথায় আছে যে, "হয় বুদ্ধি বেরয় না" বুদ্ধি সকল প্রাণীতেই আছে, কিন্তু চালনা শক্তি অনেকেরই দেখিতে পাওয়া যায় না। মার্জ্জিত বুদ্ধি দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ ; যাহাদের মুখে ধরা যায়, তাহারাই নিজের মুখ নিজেই দেখিতে পায়। পুরাকালে শিক্ষিত মহাত্মগণ মার্জ্জিত বুদ্ধি দর্পণ স্বরূপ কৃষকগণের সম্মুখে ধরিয়া কৃষিকার্য্যের আদর্শ দেখাইয়া শিক্ষা দিতেন ; একালে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে

শিক্ষক নাই, সে দর্পণ নাই, সে প্রতিবিম্ব নাই, সে ভালবাসা নাই, সে সহানুভূতি নাই, উৎসাহ শূন্য, সাহস শূন্য, একতা শূন্য, অনিবার হাহাকার, বারম্বার রোদন ধ্বনিতে ভারত-ভূমি চঞ্চলা; শিক্ষাভাবে কৃষকমণ্ডলী দুর্গতির পদানত, উদরান্নের জন্য লালায়িত। কৃষকেরা কৃষককে বুদ্ধি দিতে পারে না, যাঁহারা বুদ্ধি দিবেন, তাঁহারা এখন হত-বুদ্ধি হইয়াছেন, কতক পঞ্চত্ব পাইয়াছেন, কতক সুনির্ম্মিত দাসত্ব শৃঙ্খল পদ ধারণ করিয়া ঝুণুঝুনু শব্দে রাজপথে গমনাগমন করিতেছেন, কতক সুনাট্য-রঙ্গরস-নৃত্যগীতাদিতে নিমগ্ন, কতক কামিনী-কুঞ্জে কাম-রিপু চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যাকুলিত, কতক মাদক-সুধা পানে মাতয়ারা হইয়া নানা প্রকার কুৎসিত কার্য্যে নিযোজিত, বলিতে কি এমন ব্যক্তি অনেক আছে যে, বেশ লেখাপড়া শিখিয়াও, লাম্পট্য দোষেই হউক, কি পরিবারবর্গকে সুখস্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করিবার জন্যই হউক, চৌর্য্যবৃত্তি করিতেও ত্রুটি করেন না, ইত্যাদি কারণীভূততে কৃষকমণ্ডলীর কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে; উন্নতির পথে কণ্টকে পরিপূর্ণ; সুখের পথে ছাই ভস্ম; আশার পথে নৈরাশা কর্দ্দম; তবে কৃষকেরা কোন্ দিকে যাইবে?—যে দিকে তাহাদের মস্তিষ্ক যায়, সেই দিকেই যাইতে পারে; দিক্ বিদিক্ জ্ঞান শূন্য; হিতাহিত বিবেচনা শক্তি রহিত; কোন কথা প্রশ্ন করিলে তাহার প্রকৃত উত্তর দিতে পারে না, এক কথায় আর এক কথা উত্তর দিয়া থাকে। তাই বলি যে, কৃষকেরা কৃষিকার্য্য সাধন এক্ষণে নিজের মতলবে না করিয়া, অন্যের নিকট শিক্ষিত হইয়া কার্য্য করিলেই ভাল হইত। বাস্তবিক কৃষকেরা ক্ষেত্রে যতক্ষণ

উপস্থিত থাকিয়া উদ্ভিদাদির পাইট করে, ততক্ষণ তাহারা যাহা কিছু সুপ্রণালী উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু গৃহে আসিলে, সমস্তই ভুলিয়া যায়; এজন্য একটী কথা প্রবাদ আছে যে, "ক্ষেত্রে গিয়াই কৃষিণী পাইট" উপস্থিত ক্ষেত্রে যাহা হয়, তাহাই ভাল; পরের কথায় কাণ দেয় না, পরের শিক্ষা গ্রহণ করে না, আপনারা যাহা ভাল বুঝে, তাহাই করিতে থাকে। যেমন পরের শিক্ষা গ্রহণ করে না, তেমনি পরকেও কোন বিষয় শিক্ষা দিতে চাহে না।

শিষ্য। কেন প্রভো! পরকে শিক্ষা দিলে কি তাহাদের কিছু ক্ষতি হয়?

গুরু। ক্ষতির জন্য নহে, উহার মধ্যে একটী নিগূঢ় কথা আছে, বাপু। অশিক্ষিত লোকের অন্তঃকরণ দ্বেষ ভাবে পরিপূর্ণ থাকে, তাহারা কাহারও ভাল দেখিতে চাহে না, কাহাকেও ভাল বাসে না, কাহারও সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কয় না, চাষাভূষ ইতর জাতির কথা দূরে থাক্, অনেক ভদ্র সন্তান-দিগেরও ঐরূপ কুব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা শিক্ষিত হইয়াও অশিক্ষিত, জ্ঞানী হইয়াও অজ্ঞানী, ধনী হইয়াও নির্ধনী; তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ আচার ব্যবহার রীতি নীতি সমস্তই বিদ্বেষ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে; কুটিলতা তাঁহাদের অঙ্গের ভূষণ; পরোপকার, দেশের মঙ্গল সাধন করিতে তাঁহাদের প্রাণ ব্যাকুল হয় না; কেহ কেহ এমন নীচ প্রকৃতির লোক আছে যে, তাঁহা-দের বাটীতে কি বাগানে কি জমীদারীর মধ্যে যদি কোন স্থানে অতি উৎকৃষ্ট সুজাতীয় আম্র লিচু কি কাঁঠাল ইত্যাদি মনোহারী ফল ফুলের গাছ থাকে, এবং ঐ গাছ সাধারণের পক্ষে যদি

দুষ্প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে, উহা রক্ষার্থে এমত আয়োজন করিয়া রাখে, যেন কোন প্রকারে তাহার আঁটি, বা ডালের কলম কেহ গ্রহণ করিতে না পারে। এমন কি বড় লোক হইলে, তাঁহার দেউড়ির দরওয়ান পর্য্যন্ত দেউড়ি শূন্য রাখিয়া ঐ ফল ফুলের গাছের তলায় তলায় ফিরিয়া চৌকি দিতে থাকে। যদি বাদুড়ে কি পক্ষীতে কি কাষ্ঠবিড়ালীতে দুই একটী আম্র কি অন্য প্রকার সুখাদ্য ফল খাইয়া আঁটিটী তলায় ফেলিয়া দেয়, উহারা তৎক্ষণাৎ তাহা সংগ্রহ করিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক সাবধান করিয়া রাখে, কারণ ঐ আঁটিটী কেহ কুড়াইয়া লইয়া চারা করিলে ক্রমশঃ সকল স্থানে বহুল প্রচার হইতে পারে। সকল স্থানে তদ্রূপ উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন হইলে, আর তাঁহার ফলের আদর কেহ করিবে না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া জগতের কল্যাণ সাধনে পরাঙ্মুখ হয়েন। নিজে কিসে মান্য গণ্য ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া সুখী হইব, ইহাই তাঁহাদের আন্তরিক সততই ইচ্ছা। সুতরাং স্বদেশে অবনতির তুফান ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা প্রভো! সর্ব্বদেশে ঐরূপ প্রকৃতির লোক অনেক আছে, শুনিতে পাওয়া যায় বটে।

গুরু। হাঁ বাপু।

শিষ্য। এক্ষণে বেগুনের আবাদ-সম্বন্ধীয় আর কোন কথা বাকী আছে কি?

গুরু। হাঁ, ২।১টী কথা যাহা বাকী আছে, তাহা সকল স্থানে আবশ্যক হয় না; তবে স্থানবিশেষে হইয়া থাকে। যথা, বেগুন ক্ষেত্রের মাটী যদি ঠিক মনোমত দো-আঁশ বাউৎ মৃত্তিকা না হইয়া তাহাতে অল্প আঁটুলে অংশ আছে, এমত বোধ

হয়, তাহা হইলে উহাতে মাঘ মাসের প্রথমে আর একবার জল সিঞ্চন করা আবশ্যক। এই সময়ে গাছে জল পাইলে পূর্ব্বাপেক্ষা বড় ধরণের অপরিমিত ফল প্রসব করিবে। বেগুনের আবাদ বাঙ্গালা দেশের উচ্চতম আবাদ এবং অধিক লাভজনক, রীতিমত চাষ করিতে পারিলে, কথিত ৭ মাসে ১/ বিঘা জমীর খরচা,—খাজনা, বেড়া দেওয়া, লাঙ্গল বা কোদাল দ্বারা চাষ দেওয়া এবং খোইল সার ইত্যাদি ৪০৲ টাকা খরচ বাদে বিঘা প্রতি ১২৫৲ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা প্রভো, তবে আগামী বৎসরে বেগুনের চাষ না হয় খানিক বেশী করিয়া করা যাইবে।

গুরু। হাঁ বেশী করিয়া চাষ করিলে, অধিক টাকা লাভ হইতে পারে, কিন্তু সকল চাষেতেই লাভালাভ আছে, এবং সকল বৎসর সকল চাষের সুবিধা ঘটিয়া উঠে না, এজন্য এক প্রকার চাষ অধিক করা যুক্তি সঙ্গত নহে; সকল রকম চাষ কিছু কিছু করিলে, বৎসরের দোষে বা গুণে কোনটাতে কম কোনটাতে বেশী লাভ হয়। বেগুন চাষের ব্যাঘাত খুব কম হইতে দেখা যায় বলিয়া পরস্পরে অধিক চাষ করা সঙ্গত নহে, কারণ, সর্ব্বত্রে অধিক ফলিলে, একটা কথায় আছে যে, "অধিক জন্মাইলে থাউকা দর"।

শিষ্য। বেগুনের আবাদ-প্রণালী অবগত হইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। এক্ষণে আর একটী কথা নিবেদন করি, সেই—যে, অসেজ অরেঞ্জ নামক এক রকম বেড়ার বীজের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা কি এদেশে বেড়া প্রস্তুত করা যাইতে পারে না?

গুরু। হাঁ এখানে আরও ভাল রকম বেড়া হইয়া থাকে, তবে, রীতিমত তদ্বির করিয়া চারা করিতে না পারিলে সর্ব্ব কর্ম্ম বিফল হইয়া যায়।

শিষ্য। তবে অসেজ অরেঞ্জের বেড়া কিরূপে তৈয়ারী করিতে হয় অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

অষ্টম অধ্যায়।

অসেজ অরেঞ্জ।

(কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ।)

গুরু। প্রথমতঃ বীজগুলি বালিতে মিশ্রিত করিবে। তৎপরে গরম জল দিয়া কোন নিরাপদ গরম স্থানে রাখিয়া দেওয়া বিধি। পরে ৫।৭ দিন অন্তে বীজগুলি অঙ্কুরিত হইলে, ১টী হাপর স্থান প্রস্তুত করিয়া উহাতে সাবধান পূর্ব্বক অর্দ্ধ হস্ত ব্যবধানে এক একটী বীজ বপন করিতে হয়। কিন্তু অঙ্কুরিত বীজগুলি এমন ভাবে বসাইতে হইবে, যেন বেশী মাটীর নীচে না যায়। (অর্থাৎ ভাসা ভাবে বসাইতে হইবে) প্রথম একবৎসর ঐ হাপর স্থানে চারা তৈয়ারী হইলে, পর বৎসর (অর্থাৎ দ্বিতীয় বৎসর) যে যে স্থানে বেড়া দেওয়ার কল্পনা করিয়া রাখা হইয়াছে, সেই সেই স্থানে, লাঙ্গল বা কোদাল দ্বারা ১ ফুট গভীরে ২ ফিট পরিমাণ চৌড়ায় চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপরে বর্ষার পূর্ব্বে হাপর হইতে পূর্ব্বকথিত প্রণালীমত চারা সমস্ত উত্তোলন করিয়া ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে ১ ফুট অন্তর অন্তর রোপণ করিতে হইবে। রোপণ করিবার সময় এক ব্যক্তি গর্ত্ত

করিতে থাকিবে, আর এক ব্যক্তি বিলম্ব না করিয়া তৎপরে চারা বসাইতে থাকিবে। কিন্তু চারাগুলি রোপণ করিবার পূর্ব্বে নীচে ২।৩ ইঞ্চ রাখিয়া অগ্রভাগের মূল শাখা ছাঁটিয়া ফেলিতে হয়। এমন ভাবে চারা সমস্ত রোপণ করিতে হইবে যে, প্রত্যেক চারা পরস্পর সামান্য কাইত ভাবে থাকে; কারণ, ক্রমশঃ গাছ সকল বৃদ্ধি হইলে, পরস্পরের মস্তক সংলগ্ন হইয়া ঠিক বেড়ার ন্যায় হইবে। তৎপরে, গাছ সকল বহু শাখায় সজ্জিত হইলে, প্রতি আষাঢ় মাসে কোন প্রকার অস্ত্র দ্বারা ডাল পালা ছাঁটিয়া দিতে হয়। প্রথম বৎসর ২।৩ ইঞ্চ, দ্বিতীয় বৎসর ৫।৬ ইঞ্চ, তৃতীয় বৎসর ১৮ ইঞ্চ নীচে রাখিয়া ছাঁটিয়া ফেলা উচিত। আর এক কথা, অসেজ অরেঞ্জ গাছে, রৌদ্র যেন সততই লাগিতে পারে। এইরূপ গাছ তৈয়ারী হইলে, চারি বৎসরের মধ্যে সুন্দররূপ বেড়া হইয়া পড়ে। আর কোনরূপ উপদ্রবের ভয় থাকে না, বৎসর বৎসর খরচেরও হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

অপরের বাগান পরিদর্শন।

(প্রথম প্রস্তাব।)

জনৈক ভদ্রলোক বহু অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া একখানি ফল ফুলের বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত বাগান সম্বন্ধীয় কার্য্যে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ বৃক্ষ ফলবান না হওয়াতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া স্থির করিলেন যে, "নিবারণ বাবুর গুরুদেব, বাগান ও নানাপ্রকার কৃষিসম্বন্ধীয় বিষয় বিশেষরূপ জ্ঞাত আছেন। তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া, কি কারণে এই সকল ভাল ভাল

আম্র ও লিচুগাছ ফলবান্ হয় না, (জানিতে ইচ্ছা করিলে) অবশ্যই তিনি ইহার কোনরূপ সদুপায় বলিয়া দিতে পারিবেন, যাহা হউক, এই গাছগুলি একবার তাঁহাকে দেখাইতে পারিলে ভাল হয়।" এইরূপ স্থির করিয়া উমানাথ বাবু একদিন নিবারণ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া গুরুদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! অনেক দিন হইতে আপনার শ্রীচরণ-দর্শনাভিলাষী হইয়া ক্রমশই কালক্ষেপ করিতেছিলাম, দুর্ভাগ্য বশতঃ সুবিধা হইয়া উঠে নাই, একটা না একটা ঝঞ্ঝাট ও প্রতিবন্ধক প্রায়ই উপস্থিত হয়। আজ আমার কি সৌভাগ্য বলিতে পারি না, অতি সহজেই আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলাম। গুরুদেব উমানাথ বাবুর অমীয় ভক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রুত হইয়া, আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক কহিলেন, আপনি কি মনন করিয়া আসিয়াছেন? উমানাথ বাবু বলিলেন, মহাত্মন্! আমার বিশেষ মনন আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিব, এবং উপস্থিত একটী কথা নিবেদন করি এই যে, আমি বহু অর্থ ব্যয় ও শারীরিক পরিশ্রম করিয়া একখানি ফল ও ফুলের বাগান প্রস্তুত করিয়াছি, উক্ত বাগান সম্বন্ধে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াও কিছু ফল লাভ করিতে পারি নাই। যে সকল আম্র ও লিচুগাছ রোপণ করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে অতি অল্প-সংখ্যক গাছ ফলবান্ হইয়াছে। এমন কি ৮।১০ বৎসরের গাছ ২।৩ বৎসর অন্তর ২।১টী করিয়া প্রায় ২০।২৫টী গাছ ফলবান্ হইয়া থাকে। বক্রী আর সমস্ত গাছে এত তদ্বিরে পাইট করিতেছি, কিন্তু তাহাতে কোন মতেই কোন গাছ ফলবান হইতেছে না, ইহার কারণ কি প্রভো, আপনি কিছু উপায় বলিয়া দিতে পারেন কি?

গুরু। গাছ সকল কত দিন রোপণ করা হইয়াছে?

উমানাথ বাবু। প্রায় ৭।৮ বৎসর হইবে।

গুরু। মোটেই কি ফল ধরে না!

উ। সামান্য বোল হয় কিন্তু ফল ধরে না।

গুরু। আচ্ছা, আমাকে একবার গাছগুলি দেখাইতে পারিবেন?

উ। যে আজ্ঞা অবশ্যই দেখাইব।

গুরু। তবে এক দিন বৈকালে আমাকে সঙ্গে করিয়া আপনার বাগানে লইয়া যাইবেন, আমি সমস্ত গাছ স্বচক্ষে দেখিয়া ফল হইবার উপায় বলিয়া দিব।

উ। যে আজ্ঞা, তবে কল্যই আসিয়া আপনাকে সঙ্গে করিয়া আমার বাগানে লইয়া যাইব।

গুরু। তাহা হইবে না, কল্য আমি বাটী যাইবার ইচ্ছা করিয়াছি; বাটী হইতে আসিয়া নিশ্চয় তোমার বাগানে যাইব।

উ। যে আজ্ঞা, প্রণাম, তবে অদ্য আমি আসি।

গুরু। এস, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।

শিষ্য। আপনি বাটী যাইবেন, নিষেধ করিতে পারি না, কিন্তু যত শীঘ্র এখানে উপস্থিত হইতে পারেন, তাহাব জন্য একটু চেষ্টা করিবেন।

গুরু। হাঁ, বলিতে হইবে না, এই মাসের মধ্যেই প্রত্যাগমন করিব।

তৎপরে শিষ্য পাথেয় খরচ জন্য ১৬টী টাকা দিয়া প্রণাম করিলেন, গুরুদেবও আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বদেশে রওয়ানা হইলেন।

চতুর্থ খণ্ড সম্পূর্ণ।